বন্দনার বিয়ে

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

৺বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

অনুজ প্রতিমেষু—

বন্দনার বিয়ে

প্রথম অঙ্ক

[প্রো: হালদারের সুসজ্জিত একখানা ঘরে 'অঞ্জলি' কাগজের সম্পাদনা অফিস। হালদার-পত্নী তরঙ্গ এই কাগজের প্রধান উদ্যোক্ত্রী ও সম্পাদিকা। বিকাল বেলার দিকে তিনি উপস্থিত আছেন। আর আছেন মিস্ মাত্রী মজুমদার। অপরে ক্রমে এসে জুটবেন। লেখাপড়ায় দুজনে ব্যস্ত, অথচ কথা বলচে।]

মাত্রী। আচ্ছা তরঙ্গদি', তোমার love-marriage না married love ?

তরঙ্গ। মানে ?

মাত্রী। মানে, প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছ, না বিয়ে ক'রে প্রেমে পড়েছ ?

তর। বিয়ের আগে হালদারের সঙ্গে মাত্র একটি দিন দেখা।

মাত্রী। তা হ'লে তোমার married love, এদেশী জিনিষ। Love marriageএর চাষের পক্ষে এদেশের জমি এখনো অনুর্ব্বর।

তর। তুই লেখাটা শেষ কর দেখি, বক্‌বি এখন পরে।

মাত্রী। লিখ্‌তে বলচ, অথচ আলোচনা চাপা দিচ্ছ। আলোচনা ক'রে সব জিনিষের সব দিক্ ভেবে নেওয়া ভাল। [নীরবতা] কিন্তু, দেখ দিদি, ভালবেসে বিয়ে কল্লেই যে ভাল বিয়ে হয়, একথা কিন্তু ওরাও বলতে পারে না। বিবাহ সফল নিষ্ফল সব দেশেই মোটামুটি এক। [নীরবতা] আচ্ছা তরঙ্গদি, বিয়ের আগে কখনো তুমি প্রেমে পড়েছিলে ?

তর। দেখ্ মাত্রী, মার খেয়ে মরবি।

[মিঃ হালদার বেরুবার বেশে প্রবেশ কল্লেন]

হাল। কেন, কি হ'ল ? মাত্রী মার খেয়ে মরবে কেন ?

মাত্রী। দেখুন ত মিষ্টার হালদার, বিয়ের আগে তরঙ্গদি' প্রেমে পড়েছিলেন কিনা জান্‌তে চেয়েছি তাই মার খেয়ে মত্তে হবে। আপনি যখন জানতে চেয়েছিলেন আপনিও মার খেয়েছিলেন ?

হাল। আমি ত জানতে চাইনি।

মাত্রী। কেন ? আপনার বোধ হয় নিশ্চিত বিশ্বাসই ছিল প্রেম-ট্রেম যা হবার হয়ে গেছে ?

তর। আঃ কি ফাজ্‌লামি কচ্ছিস্! তুমি কখন ফিরবে ?

হাল। আড্ডায় জমে গেলে একটু রাতও হ'তে পারে।

মাত্রী। আড্ডা দিতেই যখন যাচ্ছেন, এখানেই জমে যান্ না, বিষয়টার ফয়সলা হ'য়ে যাক্।

হাল। কি বিষয় ?

মাত্রী। এই তরঙ্গদি'র বিয়ে ছাড়া কোন প্রেমকাহিনী আছে কিনা, আর সে বিষয়ে আপনার ঔৎসুক্য আছে কিনা।

হাল। ওঁর প্রেমকাহিনী আছে কিনা ওঁকে জিজ্ঞেস কর। তবে সে বিষয়ে আমার কোন ঔৎসুক্যও নেই, ভাবনাও নেই। আর কি ফয়সলা চাও ?

মাত্রী। ভাব্‌ছি, এটা আপনার ঔদার্য্য না ঔদাসীন্য।

তর। তুমি বেড়িয়ে এস ত গে'। এই ফাজিল মেয়েটার সঙ্গে তর্ক করে কাজ নেই।

হাল। তোমার কি অভিপ্রায় আমাদের দাম্পত্য জীবনে ঘুণ ধরিয়ে দেওয়া ?

মাত্রী। কিসে বুঝলেন ?

হাল। দেখ, ঈর্ষাও প্রেমের মত, প্রথমে ছোট আগুণের ফুল্‌কি, ক্রমে দাবানল সৃষ্টি কত্তে পারে। ওকে নিয়ে খেলা কত্তে নেই।

মাত্রী। ওরে বাপ্‌রে, আপনি যে ভয় দেখিয়ে দিলেন। আপনি কি বলতে চান এসব বিষয় বৈজ্ঞানিক আলোচনার বাইরে ?

হাল। মানুষের হাড় নিয়ে এ্যানাটমি শিখ্‌তে হয়। কিন্তু যদি জানা যায় যে হাড় নিজের মায়ের কি নিজের ছেলের, এ্যানাটমি শেখা হয় কি ? এসব আলোচনা ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কত্তে হয়। তরঙ্গকে বাদ দিয়ে তরঙ্গের সঙ্গে আলোচনা কত্তে চাও কর, আমি চল্লাম। [প্রস্থান]

তর। তুই দিন দিন কি হচ্ছিস্ মাত্রী, কোন কথা মুখে আটকায় না ?

মাত্রী। মাপ কর দিদি, সোজাসুজি তোমার কথা তুলেছি। কিন্তু প্রোব্লেমটা জ্যামিতির ভাষায় put কচ্ছি ; মনে কর, ক, 'খা'কে বিয়ে কল্লে, মানে মেয়েদের আকারান্ত কচ্ছি। বিয়ের আগে ক, গা কিম্বা ঘা'কে, কিম্বা দুজনকেই ভালবাসত। খাও ঙ, চকে ঐরকম ভালবাসত। এখন বিয়ের পর দুজনে দুজনকে সব কথা খুলে বল্‌বে কিনা ?

তর। ভালবাসা বলতে তুই কতখানি mean কচ্ছিস, তার ওপর নির্ভর করে।

মাত্রী। দেখ, ভালবাসা নাটকের মত, একাঙ্কও হয় পঞ্চাঙ্কও হয়, মিলনান্তও হ'তে পারে, বিয়োগান্তও হ'তে পারে। তুমি কি বল্‌তে চাও, অঙ্ক আর অন্ত হিসেব করে বল্‌তে হবে ?

তর। সরাসরি এর কোন সূত্র ধার্য্য হতে পারে না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, ক্ষেত্রেকর্ম্ম বিধিয়তে।

[বন্দনার প্রবেশ]

মাদ্রী। এই যে বন্দনা! আচ্ছা তোমার কি মত?

বন্দনা। কিসের কি মত?

মাদ্রী। মানে, বিয়ের আগের প্রণয় কাহিনী, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে খুলে বলবে কিনা।

বন্দনা। এ প্রশ্ন আমার নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার, মানে, বন্দনার বিয়ে হবে কিনা।

মাদ্রী। যে রকম উঠে পড়ে বাপবেটিতে লেগেছ,—বিয়ে হবে না?

বন্দনা। কিন্তু ভেস্তে যাচ্ছে যে সব। যাঁরা সব দেখ্‌তে আসেন, শান্তশিষ্ট ভিজেবেড়ালটি হয়ে তাঁদের প্রশ্নের একটির পর একটি উত্তর দিয়ে যাই, চুল খুলে দেখাই যে লট্ দিয়ে খোঁপা বাঁধিনি, হেঁটে দেখাই যে খড়ম পা নয়, কাগজে ইংরিজি বাংলা সই ক'রে বোঝাতে চাই যে শুধু মৌখিক পরীক্ষায় বি, এ পাশ দিইনি। কিন্তু যাঁরা দেখে যান তাঁরা আজও যান, কালও যান। আচ্ছা, খুবই কি কুচ্ছিৎ আমি?

তরঙ্গ। সুন্দর কুচ্ছিৎ, মুখ্‌খু বিদ্বানে যায় আসে না, আসল কথা টাকা।

বন্দনা। বাবাকে ত সে কথা বোঝাতে পারি না। তিনি পার্টির পর পার্টি এনে হাজির কচ্ছেন। এবারে ত একজন জিজ্ঞাসা করে বসলেন নাচগান জানি কিনা। আমি বললুম "হ্যাঁ, স্কুলে জয়দেব প্লে হয়েছিল, আমি সেজেছিলাম কেষ্ট।" বলেই কেষ্টর ভঙ্গীতে "রতি সুখসারে" গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

[তরঙ্গ ও মাদ্রীর হাস্য]

হাসি নয়। তারপর বাবার বকুনি শুনলে আর হাসতে না।

তরঙ্গ। সত্যি। সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল ত?

বন্দনা। আশা ত করি।

মাদ্রী। বলা যায় না। কার যে কি ভাল লাগে! দেখ্‌তে হবু বর এসেছিলেন?

বন্দনা। ঐ রকম শুনেছিলাম।

মাদ্রী। তবে ভয় আছে। তিনি হয়ত কেষ্ট ভক্ত, জয়দেবের কেষ্টই হয়ত তাঁর মনোহরণ ক'রে থাকবে। [হাস্য]

বন্দনা। আমার প্রবন্ধের প্রুফ্‌টা এসেছে?

তরঙ্গ। এসেছে, ঐ ঘরে তোর টেবিলে।

বন্দনা। তবে যাই ভাই, দেখে ফেলিগে। সময় ত নেই।

[পাশের ঘরে প্রস্থান]

[অতসী দ্রুত প্রবেশ ক'রে চেয়ারে বসে হাঁপাচ্ছে]

তরঙ্গ। কিরে অতসী, হাঁপিয়ে এলি কোত্থেকে?

মাদ্রী। পুলিশে তাড়া করেছে, না গুণ্ডায়?

অতসী। না, স্বামী।

উভয়ে। স্বামী?

তরঙ্গ। মানে? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

মাদ্রী। তা হলে ত হাস্‌তে হাস্‌তে হেলতে দুলতে আস্‌ত। ব্যাপার কিরে?

অতসী। মাদ্রী, কি লিখ্‌ছিস্ একটু থামাত ভাই। আমি যা বলি একটু টোক্।

[মাদ্রী সাদা কাগজ নিল]

লেখ, অরবিন্দ সমাদ্দার, ফার্ষ্ট ইয়ার, সনটা লেখ, ৩৬। বাড়ীটা কোথায় যেন? এইরে, মাটি করেছে!

তর। কি সব বল্‌ছিস্‌? পাগল হলি নাকি?

অতসী। না ভাই পাগ্‌লামি নয়, প্রেমের কথা। কিন্তু বাড়ীটা কোথায় যেন বল্লাম, বেল—বেল—বেলে—বেলে—বেলঘরে বেলগেছে, না বেলেঘাটা, ঠিক মনে পড়ছে না ত?

মাদ্রী। ব্যাপারটা বিবাহ-পূর্ব্ব না বিবাহ-পর?

অতসী। পূর্ব্ব, পূর্ব্ব, বিবাহ-পূর্ব্ব।

তর। পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে না বলিস্‌ ত মারব এক ঘুষি।

অতসী। বলছি, আগে এক গ্লাস জল খাওয়াও।

তর। বেয়ারা, জল।

মাদ্রী। আমি বেলঘরেই লিখে রাখলাম। বেলগেছে বেলেঘাটা বড় কাছে।

[বেয়ারা জল দিয়ে গেল]

অতসী। এখন লিখে রাখ, একবারের ভুল হয়ত কাটিয়ে উঠ্‌তে পারব। [জল পান ও বেয়ারার প্রস্থান] তরঙ্গদি' আমার ক'দিন বিয়ে হয়েছে মনে আছে তোমার?

তর। বছর খানেক হবে।

অত। প্রায় বছর খানেক স্বামী আমার একান্তই জান্‌তে চাইছেন, বিয়ের আগে আমার কারও সঙ্গে প্রেম হয়েছিল কিনা।

তর। দূর! কি বলিস্‌?

মাদ্রী। দূর নয়। সবাই মিষ্টার হালদার নয়। এখন, অতসীর সত্যি প্রেম হ'লে আমার কাছে লুকোনো থাক্‌ত না।

অত। আমি সে কথা বার বার ব'লে আস্‌ছি, কিন্তু উনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন না, বলেন লুকোচ্ছি, তাই—

মাদ্রী। অরবিন্দ সমাদ্দার, নিবাস বেলঘরে, ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাশে প্রেম।

তর। তুই তা বলে মিছে কথা বল্লি?

অত। সত্যি কথা ব'ল্লে যখন মিথ্যে ভাবতেন, তখন দেখলাম মিথ্যে ব'লে, যদি সত্যি ভেবে স্বস্তি পান।

তর। স্বস্তি? অস্বস্তি আরো বাড়বে, তোর ভয় হচ্ছে না?

অত। বাড়বে কিনা জানি না তবে অস্বস্তির রকম ফের হবে। এক ঘেয়ে অস্বস্তি আর ভাল লাগ্‌ছিল না দিদি। এখন মিথ্যেকে সত্যি ব'লে ঠিক্ মত চালাতে পাল্লে হয়। তাইত তোর কাছে দৌড়ে এলাম মাদ্রী। তুই ঐ সমাদ্দার, ফার্ষ্ট ইয়ার, ছত্রিশ, আর বেলঘরের কাঠামোর ওপর বেশ গুছিয়ে একটা গল্প সম্পূর্ণ ক'রে রাখ না ভাই, detail শুদ্ধ। মাঝে মাঝে referenceর জন্যে দরকার হবে। তা হ'লে আর ধরা পড়ব না, কি বলিস্?

তর। তুই এত বড় মিথ্যে চালিয়ে যাবি?

মাদ্রী। বিয়ে মানেই মিথ্যে চালিয়ে যাওয়া। তুমি স্বীকার কর আর নাই কর, তরঙ্গদি, তোমার কুড়ি বৎসরের অতীত সম্বন্ধে মিষ্টার হালদারের ঔৎসুক্য নেই এটাও কম মিথ্যে নয়। এই মিথ্যেটা তিনি বিয়ের পর থেকে সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন।

তর। যেমনি তোদের চিন্তার সাহস, তেমনি তোদের কাজের সাহস দেখে সময় সময় আমি ভয় পাই।

মাদ্রী। ভয় নেই অতসী, 'অতস্তরবিন্দ' নাটক তোর আমি লিখে রাখ্‌ব। কোন্ অঙ্কে যবনিকাপাত তোর স্বামীর সইবে মনে করিস্, সেইটি আমায় কেবল জানিয়ে রাখিস্। এখন আমি নাচ্‌ব।

তর। নাচ্‌বি কিরে?

মাদ্রী। দেখ কি নাচি।

তর। খাম্‌কা নাচ্‌বি কেন?

মাদ্রী। খাম্‌কা নাচাই এখনকার রেওয়াজ। কেন, দেখ না

বাংলা থিয়েটারে, বাংলা ছবিতে, নাচবার কোন কারণ নেই, অথচ সব খাম্‌কা নাচ্‌ছে? তেম্‌নি আমিও খাম্‌কাই নাচ্‌ব। এই তুই নাচ্‌বি অতসী?

অত। নাচ্‌তে পারি, কিন্তু বাজনা ছাড়া নাচ হবে কি ক'রে?

মাদ্রী। সিনেমায়, থিয়েটারে কিন্তু নিবিড় বনে, শোবার ঘরে কেমন আপনি অর্কেষ্ট্রার বাজনা বেজে ওঠে। আচ্ছা, অঞ্জলি অফিসটাকে অঞ্জলি থিয়েটার করে নেওয়া যায় না?

তর। (হাস্য) যত সব পাগল নিয়ে কারবার। দাঁড়া রেডিওটা খুলে দেখি, কিছু বাজে কিনা। [প্রস্থান]

মাদ্রী। বাজার দর না বেজে উঠ্‌লেই বাঁচি। [বাদ্য সুরু হ'ল] নারে, ভাল সুর পাওয়া গেছে। আয় অতসী।

[দু'জনে নাচছিল তরঙ্গ ও বন্দনা প্রবেশ করল]

মাদ্রী। এ বারের অঞ্জলি বার ক'রে আর দরকার নেই, এস আমরা থিয়েটার করি। বন্দনাদি' কই তোমার একাঙ্কিকা, হরবিলাস বিরচিত?

বন্দনা। জুড়তে পারিনি।

মাদ্রী। তুমি কি জুড়তে গিয়েছিলে নাকি—হরবিলাসের কাছে?

বন্দনা। প্রায়।

তর। প্রায় মানে?

বন্দনা। এই দেখ।

[ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে হাতে লেখা কাগজের টুক্‌রাগুলি বার করে টেবিলের উপর রাখতে লাগল]

তরঙ্গ। এ কি?

বন্দনা। এই হ'ল একাঙ্কিকা—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় বিরচিত।

তরঙ্গ। এ দশা করলে কে?

বন্দনা। বাবা।

তরঙ্গ। কেন?

বন্দনা। একটা দৈব দুর্ঘটনা। হরবিলাসবাবু লোকমারফৎ খামে ক'রে নাটকখানা পাঠিয়েছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে আর একখানা খাম,—এই দেখ্—[মাদ্রীর হাতে দিল]—বাবার হাতে এসে পড়ে। প'ড়ে ছাখ্, তবেই বুঝ্‌তে পারবি।

মাদ্রী। [পড়ছিল]—"আমরা ঘরের বৌ আন্‌তে চেয়েছিলাম, থিয়েটারের নটী বায়না ক'ত্তে যাই নি" - [রাগে চিঠি ছিঁড়তে চাইল]

বন্দনা। এই ছিঁড়ে ফেলিস্‌নি। এসব document—যত্ন ক'রে রাখতে হয়।

তরঙ্গ। দেখিয়ে কি চিঠি। [তরঙ্গ ও অতসী একসঙ্গে পড়ছে এমন সময় বেয়ারা এসে তরঙ্গকে কার্ড দিল]

তরঙ্গ। [দেখে] এই বন্দনা, হরবিলাসবাবু নিজে তোর সঙ্গে দেখা ক'ত্তে চাইছেন।

বন্দনা। এখানেই ডেকে পাঠাই দিদি?

তরঙ্গ। নিশ্চয়! [বেয়ারাকে] যাও, এইখানে পাঠিয়ে দাও। মাদ্রী সব সময় ফাজ্‌লাম ভাল নয় জানিস্?

মাদ্রী। তুমি থাম ত! আমি এম্‌নি যা নার্ভাস্ হচ্ছি। এই অতসী, তুই আমার পাশে থাক্।

[হরবিলাস ও যতীন্দ্রের প্রবেশ]

বন্দনা। আসুন, আসুন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়, ইনি—?

হরবিলাস। ইনি আমার বন্ধু যতীন মুখোপাধ্যায়।

বন্দনা। ইনি মিসেস্ তরঙ্গ হালদার, এঁরই উদ্যোগে অঞ্জলির

স্বস্তি ও গতি। ইনি মিস্ মাত্রী মজুমদার, ইনি মিসেস্ অতসী দত্ত, আমার বন্ধু সব। আমরা সবাই অঞ্জলি group এর।

[নমস্কার বিনিময়]

তরঙ্গ। বসুন, বসুন। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

হরবিলাস। এমন একখানা ভাল কাগজ আপনারা মেয়েরা পরিচালনা কচ্ছেন, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়াও সামান্ত নাট্যকারের কম সৌভাগ্য নয়। [বন্দনাকে] একাঙ্কিকা খানা পেয়েছিলেন?

বন্দনা। পেয়েছি, তবে—

যতীন। [টেবিলে কাগজের টুক্‌রোগুলি দেখিতে দেখিতে] একি? নাটকের এ দশা কর্‌লে কে?

বন্দনা। বাবা।

হরবিলাস। বেশ বিশ্লেষণ করেছেন ত আমার নাটকের! আপনারও কি এই মত?

বন্দনা। আমিত পড়িনি।

যতীন। বাবা পড়েছিলেন?

বন্দনা। না, তিনি নাটক পড়েন নি। এই চিঠিখানা পড়েছিলেন। [যতীনের হাতে দিল]

যতীন। একি? কাকার চিঠি? [পড়তে পড়তে বিষণ্ণ হয়ে চিঠিখানা টেবিলের ওপর রেখে] হরবিলাস, আমি চল্লাম। আমায় মাপ করবেন আপনারা।

হরবিলাস। কি হয়েছে? আমায় এত গরজ ক'রে টেনে নিয়ে এলি, আর এক্ষুনি 'চল্লাম'?

যতীন। [সলজ্জে] চিঠি প'ড়ে দেখ্।

হরবিলাস। [পড়ে] অ! এই কথা। আপনারা বিস্মিত হচ্ছেন বোধ হয়।

মাদ্রী। আজ্ঞে না। আমি বুঝ্তে পাচ্ছি উনি পরম বৈষ্ণব, কেষ্ট প্রেমে মাতোয়ারা।

তরঙ্গ। ওঃ! উনি বুঝি সে দিনকার,—তোমায় দেখ্তে এসেছিলেন বন্দনা?

হরবিলাস। হাঁ, উনিই সেই। উনি বিবাহে রাজি, ওঁর মার মত আনিয়েছেন—সেই কথাই বল্তে এসেছিলেন।

তরঙ্গ। কিন্তু, কাকাই ত অভিভাবক? তাঁর মত উপেক্ষা করা চল্বে কি?

হরবিলাস। হ্যাঁ, কাকাই অভিভাবক—তবে—

বন্দনা। আর, আমারই কি উচিত ওঁদের ঘরে গিয়ে ঘরভাঙানি দুর্নাম কেনা?

হরবিলাস। দেখুন, বিয়েটা খানিকটা লটারি—সব দিক্ ষোল আনা নিখুঁত ভাবে—

অতসী। ঠিক্ কথা, না তরঙ্গ দি'?

তরঙ্গ। কি জানি ভাই।

মাদ্রী। দেখুন, মন্দ হবার প্রমাণ দেওয়া যায়—বলেন ত এক্ষুনি আমি দিতে পারি—কিন্তু ভাল থাকার ত প্রমাণ দেওয়া যায় না। আপনার কাকার—কাকা থেকে ক্রমে সকলের মন, বন্দনাকে নিয়ে খুঁত খুঁত করবে। কাজ কি? বন্দনাকে ছেড়েই দিন না। আপনার বিয়ের ভাবনা কি যতীন বাবু—বাংলা দেশের শিক্ষিত তরুণ আপনি।

যতীন। বিয়ে হ'ক্ না হ'ক্, কাকাকে এসে এ চিঠির জন্য ক্ষমা চাইতেই হবে!—

বন্দনা। বিয়ে হ'ক্, না হ'ক্, হরবিলাস বাবু, যতীন বাবু আপনারা আমার বন্ধু হ'লেন আজ থেকে। আসুন, হাতে হাত দিন দুজনে।

[তথা করণ]

বলুন We are friends.

হরবিলাস ও যতীন। We are friends.

বন্দনা। তোমরা সাক্ষী রইলে ভাই।

হরবিলাস। এবার তাহ'লে আমরা আসি। একাঙ্কিকা, আমার নিজের হাতের লেখা original খানা এখনো রয়েছে। আমি গিয়ে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যতীন। আমার হাতের কপি ব'লেই এদশা হ'ল বোধ হয়। আমার কপালই দেখ্ছি ভাঙ্গা—

বন্দনা। সে আমার দোষ, বন্ধু। আমার বিয়ের সম্বন্ধ এ পর্য্যন্ত এমনি ভাঙ্তে ভাঙ্তেই আস্ছে। আপনার সঙ্কুচিত হবার কারণ নেই, যতীন বাবু।

মাত্রী। বিশেষতঃ আপনারা পুরুষ, বীরের জাত—গড়ার চেয়ে ভাঙাতেই আপনাদের গৌরব বেশী।

হরবিলাস। আমি সামান্য নাট্যকার, পৌরুষের গর্ব্ব আমার নেই। একটু কিছু গ'ড়ে তুল্তে পারলেই, চেষ্টা সফল মনে করি। বন্ধুর বিয়ে, আর এই একাঙ্কিকা, দুয়েরই অদৃষ্টে প্রথমেই এরূপ আঘাতে আমার ক্ষুন্ন হবার কারণ আছে।

তরঙ্গ। আসল নকল যাচাই ক'ত্তে, আঘাতের ত প্রয়োজন আছেই নাট্যকার।

হরবিলাস। তবে এ আঘাত একেবারে অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক। আমার নাটকের আসল নকল বিচার ত হস্তাক্ষরে নয়, বিষয়বস্তুতে।

তেমনি যতীনের কাকাকে বিচার ক'রে, যতীনকে বিচার ক'ত্তে গেলে ভুল হবে। আশার কথা, বন্দনা দেবী যতীনকে অন্ততঃ বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন, আর আমার একাঙ্কিকাও এক কপি অবশিষ্ট আছে। এই আশাটুকু নিয়েই আজ আমরা বিদায় গ্রহণ করি বান্ধবীগণ। নমস্কার।

[হরবিলাস ও যতীনের প্রস্থান]

মাত্রী। ধন্যি মেয়ে তুমি বন্দনা। তোমার বিয়ের ঢেউ অপ্পলি আপিস পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে।

বন্দনা। শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় দেখনা।

তরঙ্গ। কি রকম কথার শ্রী, দেখ। বিয়ের আগে এরকম হয়ই। কথায় বলে, লাখ কথায় বিয়ে।

অতসী। বিয়ের আগেই সব চুকে বুকে যায় তবেই ত। বিয়ের পর যদি জের টান্‌তে হয় তবেই মুস্কিল।

মাত্রী। মুস্কিল আসান আমি ক'রে দেব অতসী। 'সমাদ্দারাতসী' আমি লিখ্‌বই। তুই শুধু ব'লে দিবি, যবনিকাপাত—কোন্ অঙ্কে!

[চোখের ইঙ্গিত]

[হালদারের প্রবেশ]

তরঙ্গ। কিগো? এত সকাল সকাল ফির্‌লে, যে?

হালদার। দূর, আড্ডা জম্‌ল না। ভাবলাম বাড়ীতে বসে বইই পড়িগে।

মাত্রী। বল্লাম এখানেই আড্ডা জমান, আমার কথা শুন্‌লেন না ত।

তরঙ্গ। এখানে আড্ডা জমিয়ে আর কাজ নেই। আমাদের হাতে কাজ রয়েছে যথেষ্ট। মাত্রীটার জন্যে সময় নষ্ট হ'য়ে গেল।

মাত্রী। মাত্রীর জন্যে, না বন্দনার জন্যে?

তরঙ্গ। কথায় কথায় তোর নাচতে ইচ্ছে ক'লে আর 'অঞ্জলি' চালাতে হবে না।

মাদ্রী। আর অতসী আর বন্দনা যে পুরোপুরি এক একখানা নাটক ক'রে ফেল্লে, তাতে কিছু হ'ল না। আপনি ছিলেন না মিষ্টার হালদার, কি রকম, নৃত্য অভিনয় variety performance এখানে হয়ে গেল দেখ্‌লেন না ত।

হালদার। কবে তোমাদের নাটক না হয় তাত জানিনে? তরঙ্গেরও হয়েছে যেমন, শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মেশবার সাধ।

তরঙ্গ। তুমি কি ঝগড়া করবার জন্যে ফিরে এলে?

হালদার। না গো না; আমি যাচ্ছি ওপরে। [প্রস্থান]

অতসী। তুমি যাও তরঙ্গদি', উনি হয়ত রাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

তরঙ্গ। নারে, না। ও তেমন নয়।

বন্দনা। আর একটু আধটু রাগারাগি না থাক্‌লে জীবন একঘেয়ে হ'য়ে যায় যে।

অতসী। সে কথা ঠিক্।

মাদ্রী। এই জন্যেই বিয়ে ক'ত্তে ইচ্ছে করে। তোমাদের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে আশ মেটে না। মনোমত একটি পুরুষ—

বেয়ারা। [প্রবেশ করে] এক বুড়ো বাবু, বন্দনামার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে চান।

বন্দনা। বুড়া বাবু? দাড়ি আছে?

বেয়ারা। হাঁ।

মাদ্রী। পাকা না কাঁচা?

বেয়ারা। পাকা।

মাদ্রী। তরঙ্গদি, তবে নির্ভয়ে এখানেই আসতে বলে দাও।

তরঙ্গ। যা এখানে পাঠিয়ে দে। [বেয়ারার প্রস্থান]

মাদ্রী। যে আস্‌বে সেই এসে বন্দনাকে চাইবে, এ আমার সহ্য হ'চ্ছে না। এ পাকা দাড়ি আমার। মনোমত একটি পুরুষ—

তরঙ্গ। তুই থাম্‌ত মাদ্রী। বুড়ো ভদ্রলোক আস্‌ছেন, বেয়াদবি কিছু করিস্‌ নি যেন।

[পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

পীতাম্বর। আমি শ্রীপীতাম্বর মুখোপাধ্যায় পিতা ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, নিবাস তেকাছি. পরগণা বিক্রমপুর, জেলা ঢাকা—

মাদ্রী। সুবে বাংলা, মুলুক হিন্দুস্থান, বাদ্‌সাহী আংরেজি—

পীতাম্বর। হুজুর, ধর্ম্মাবতার, অপরাধ স্বীকার কচ্ছি। শাস্তি দিতে আজ্ঞা হয়।

বন্দনা। আমি আগে শাস্তি দিচ্ছি মাদ্রী, তারপর তোর হাতে ছেড়ে দেব।

[বলিয়া, পীতাম্বরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল]

পীতাম্বর। তোর কি সবই সুন্দর দিদি? ক'নে দেখ্‌তে এল, ত ধিনি কেষ্ট নেচে দিলি; শাস্তি দিবি, ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে।

বন্দনা। এই প্রণামটি আপনাকে মানত ক'রে রেখেছিলাম সেই দিন। অমন প্রাণ খোলা হাসি হেসে সেদিন আপনি আমায় বাঁচিয়ে ছিলেন! নইলে বাবার বকুনিতে আমার আত্মহত্যার ইচ্ছে হ'ত।

পীতাম্বর। হাসব না? শিক্ষিতা বয়স্থা মেয়েদের সেকেলে ধরণের দেখার প্রহসনের এমন মধুর প্রতিবাদ! আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেছি ভাই!

বন্দনা। অতগুলি লোকের মধ্যে একমাত্র আপনিই ছিলেন রসিক সমঝদার।

পীতাম্বর। না, আর একজনও ছিলেন। যতীন ভায়া। তিনি ত তোমায় বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন।

মাত্রী। তবু তরঙ্গদি' আমি নাচি ব'লে আমায় গাল দাও! দেখ দেখি, বন্দনা কেমন নেচে সুবিধে ক'রে নিচ্ছে।

পীতাম্বর। তোমার নামটি কি দিদি?

বন্দনা। অঃ! ও মাত্রী মজুমদার, ইনি অতসী দত্ত, ইনি তরঙ্গ হালদার। আমরা সব বন্ধু, সবাই মিলে আমরা অঞ্জলি কাগজ বার করি ঠাকুর্দ্দা।

[নমস্কার বিনিময়]

তরঙ্গ। ভূমিষ্ঠ হ'য়ে আমরা আর প্রণাম করব না, ঠাকুর্দ্দা। বন্দনার ওটি বিশেষ মানত ছিল তার মর্য্যাদা নষ্ট করব না।

পীতাম্বর। ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা। যাঁদের কপালে সিঁদুর উঠেছে তাঁদের সিঁদুর অক্ষয় হোক্, যাঁদের ওঠেনি তাঁদের কপালে সিঁদুর উঠুক।

মাত্রী। অর্থাৎ আপনি বল্‌তে চান। "সব লাল হো যায়গা।"

পীতা। হাঁ দিদি। তোমার নামটি কি যেন ভাল?

মাত্রী। মাত্রী।

পীতা। কথাটা কিন্তু একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের ব'লে একটা বইয়ে পড়েছিলাম।

মাত্রী। গোপীরা পীতাম্বরকে কখনো ঠাকুর্দ্দা বলত কিনা পড়া আছে ঠাকুর্দ্দা?

পীতা। পড়া ছিল না দিদি, প্রত্যক্ষ কচ্ছি আজ। [হাস্য]

বন্দনা। তারপর, ঠাকুর্দ্দা?

পীতা। হ্যাঁ, তারপর। পাড়া সুবাদে যতীন ভায়ার ঠাকুর্দ্দা—

নাটুকে হরবিলাস আবার তার বন্ধু, সেও ডাক্‌লে 'ঠাকুর্দ্দা', টান্‌লে আমাকে দলে, নিয়ে গেল তোকে দেখ্‌তে।

মাদ্রী। হরবিলাস বাবু যান নি সেদিন?

পীতা। না। সে দেখাদেখি পছন্দ করে না। বলে, লটারি খেলা যখন, চোখ বুজেই খেল। তবে এ মেয়ে যে তুই, আগে জান্‌লে হয়ত যেত। পরিচয় পেয়ে তোকে চিন্‌লে। নাটক চাইতে গিয়েছিলি ক'দিন, না? তাড়াতাড়ি সে নাটক যতীন ভায়া নকল ক'রে আমার হাতে দিয়ে পাঠালে—

অতসী। অঃ, আপনিই তবে সেই দূত?

পীতাম্বর। হ্যাঁ ভাই, ভগ্নদূত!

মাদ্রী। উঁ হুঁ, ছিন্নদূত। এই দেখুন [টেবিল হইতে টুক্‌রা দেখাইল]

পীতাম্বর। এখানে এল কি করে?

তরঙ্গ। লখিন্দরের হাড়ের মত বন্দনা এই ছিন্ন নাটক বয়ে বেড়াচ্ছে।

পীতাম্বর। জ্যান্ত ক'রে তুলে দেব?

অতসী। আপনাকে আবার দূত করে পাঠিয়েছেন বুঝি?

পীতাম্বর। কে?

অতসী। এসেছিলেন যে একটু আগে দু'জনে।

পীতাম্বর। এসে গিয়েছিলেন? নাঃ, আমি দেখ্‌ছি দৌত্যেও নিষ্ফল, চৌর্য্যেও নিষ্ফল?

বন্দনা। মানে?

পীতাম্বর। মানে, একখানা ছিন্ন হ'ল দেখে আর একখানা চুরি ক'রে এনেছি। ভগ্ন মনোরথ হ'য়ে হরবিলাস ভায়ার বাসায় গিয়ে

কৃপাসিন্ধুর মুখে শুনলাম, দুই বন্ধুতে কোথায় বেরিয়েছেন। চোখের সামনে টেবিলের উপর এখানা দেখে লোভ সম্বরণ কত্তে পাল্লাম না। তোর বাবার ভয়ে আর তোদের বাসায় গেলাম না। অঞ্জলি থেকে এই ঠিকানা সংগ্রহ করে এখানে সোজা চলে এলাম।

বন্দনা। কিন্তু, আগেই তিনি এখানা পাঠিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন।

পীতাম্বর। নে, তবে। [প্রদান] নাঃ, চুরিটাও পুরো পুরি উপভোগ ক'ত্তে দিলে না।

[মাত্রী বন্দনার হাত হইতে নাটক নিল]

পীতাম্বর। হাঃ হাঃ, হাঃ, হাঃ [সহসা হাস্য]

বন্দনা। কি হ'ল?

পীতাম্বর। ভাবছি, দুই বন্ধুতে নাটকের জন্যে এতক্ষণ হয়ত ঘর তোলপাড় কচ্ছে।

বন্দনা। ঠিক্ কথা। আপনি একটু বসুন। আমি এখানার প্রাপ্তিসংবাদ লিখে দিই। তরঙ্গদি'—

[কানে কানে কি বলিল]

তরঙ্গ। ঠাকুর্দ্দা আপনি পালাবেন না যেন, আমি একটু আস্‌ছি।

[প্রস্থান]

অতসী। মিষ্টার হালদার, মানে তরঙ্গদির স্বামী, বাইরে থেকে এখুনি ফিরলেন কিনা।

ঠাকুর্দ্দা। বাইরে থেকে স্বামী ফির্‌লে বুঝি অমন যেতে হয়?

অতসী। কেন? ঠান্‌দি' অমন আসেন না?

ঠাকুর্দ্দা। বোধ হয়। যদ্দিন তিনি গত হয়েছেন, ফের যদি জন্মে' থাকেন, এদ্দিনে নতুন ঠাকুর্দ্দার জন্মে এসে থাকেন হয়ত।

অতসী। আপনার তাহ'লে—

ঠাকুর্দ্দা। হাতের জল শুদ্ধ হয়েছিল।

অতসী। মাত্রী বন্দনার ত তাও হ'ল না।

ঠাকুর্দ্দা। আশঙ্কা যায়নি ভাই। আমি শঙ্কাতীত, তাই নির্ভয়ে মেয়ে দেখে বেড়াই।

বন্দনা। আপনি নির্ভয় বটে, নির্ভরও বটে। তাই বুঝি একাঙ্কিকার দৌত্যকার্য্য পেয়েছেন ?

ঠাকুর্দ্দা। দৌত্যকার্য্য এবং চৌর্য্যকার্য্য। সেই চৌর্য্যাপরাধের শাস্তি পেতেইত প্রথমেই মাথা পেতে দাঁড়িয়েছিলাম।

বন্দনা। আমি এই মার্জ্জনা-পত্র লিখে দিলাম। [দিল]

ঠাকুর্দ্দা। [নিয়া, মাত্রীকে দেখাইয়া] হুজুর কি বলেন ?

মাত্রী। আমি বলি হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের নাম পাল্টে হন্তারক চট্টোপাধ্যায় রাখা হ'ক্। [বন্দনা তার দিকে চাইল]

অতসী। হন্তারক ?

মাত্রী। নিশ্চয় ! এমন ভাল নাটক যাঁরা লেখেন তাঁরা অনেক মনের শান্তির হন্তারক হন। হরবিলাস নামটায় আট্‌কাচ্ছে, নইলে যে ডায়েলগ্, দেখ্ আমি গিয়েছিলেম আর কি ! [বই দিল] তুই যদি বেলঘরের আগে হরবিলাসকে পেতিস্, হরবিলাসেরই প্রেমে পড়তিস্।

অতসী। হরবিলাস কেন, First year এ ঠাকুর্দ্দাকে পেলেই প্রেম হ'ত আমার।

মাত্রী। ঠাকুর্দ্দা প্রেমে পড়েছ কখনো ?

পীতাম্বর। পড়েছ মানে, পড়েইত আছি। তবে First year এ নয়, বয়স কালে। First year-এ ত মুখে কথাই ফোটেনি ভাই।

মাদ্রী। কার প্রেমে পড়ে আছ ঠাকুর্দ্দা ?

পীতাম্বর। তোদের সকলের।

অতসী। সকলের ?

পীতাম্বর। নিশ্চয়। তেষ্টা পেলে মানুষ পুকুরধারে যায় জল খেতে, তখন কি বিচার করে এ আঁজলাটা ভাল না ও আঁজলাটা! যে আঁজলাই হ'ক্ পানকরা নিয়ে কথা। তেষ্টার তেমন জোর হ'লে ঘাটা আঘাটা বাছেনা। তোরা সব শীতল দীঘির জল, সব আঁজলাই শীতল।

মাদ্রী। ঠাকুর্দ্দাত খুব উদার!

পীতাম্বর। উদারতম পিতার পুত্র যে, আমার সাড়ে আট গণ্ডা বিমাতা, জানিস্ ?

মাদ্রী। আমার হ'য়ে তাঁর পায়ের ধূলো নেবেন ঠাকুর্দ্দা।

পীতাম্বর। হ্যাঁ, পায়ের ধূলো নিতে যাবার সময় হয়ে এসেছে বটে। তবে আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান। বহু বিবাহ তরঙ্গের একেবারে তলদেশে।

[তরঙ্গের প্রবেশ]

তরঙ্গ। ঠাকুর্দ্দা চলুন।

পিতা। কোথায় ?

তরঙ্গ। একটু জল খাবেন।

পীতাম্বর। বন্দনা দিদি, এ পেটুক বামুনের কথা বেফাস্ করেছিস্ বুঝি! যাকৃগে, আজ মাদ্রীদি' তোর দেখার খাওয়াটাই খেয়ে যাই।

[তরঙ্গের সঙ্গে চল্লেন]

অতসী। আমিও আসছি তরঙ্গদি'।

[প্রস্থান]

মাদ্রী। বিয়ে ক'রে এইগুলো হয়। কাউকে বসিয়ে খাওয়াতে

ভাল লাগে। অতসী কেমন আপনি গেল। তুমি আমিত গেলুম না বন্দনা দি'।

বন্দনা। তুই বিয়ে কর্ব্বি মাদ্রী ?

মাদ্রী। কাকে ? মহারাজ পাণ্ডুকে ? ঠাকুর্দ্দা বুঝি তাই আমায় দেখ্‌তে এসেছেন ?

বন্দনা। আমি খুব সমস্যায় পড়েছি মাদ্রী।

মাদ্রী। কি, হস্তারক সমস্যা ?

বন্দনা। কি বল্‌ছিস্‌ তুই মাদ্রী ?

মাদ্রী। ভুল বল্‌ছি ?

বন্দনা। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে ভাই। বিয়ের জন্য আমায় দেখ্‌তে কত লোক এল ভাই কেউত এতটুকু দাগও কাটতে পারেনি এতদিন। সমস্যা হচ্ছে এই—আমরা তিনজনেই বন্ধু।

মাদ্রী। সেই ত্রিভুজত চোখের ওপরই আঁকলে দেখলাম। That eternal triangle ! আমাকে টান্‌তে চাও বুঝি চতুর্ভুজ হ'তে। ইচ্ছে ক'রে আমি তাতে নেই, তবে হস্তারক চাটুয্যের যে রকম বুক্‌নী, বলা যায় না শেষ অবধি কি হয় ?

[মিঃ দত্তর প্রবেশ]

মিঃ দত্ত। মিসেস্‌ দত্ত আছেন ?

বন্দনা। আছেন—খাওয়াচ্ছেন।

মিঃ দত্ত। কাকে ?

মাদ্রী। বেলেঘাটার সমাদ্দারকে ?

মিঃ দত্ত। বেলেঘাটার না বেলঘরের ?

মাদ্রী। আপনি কি শুনেছেন ?

মিঃ দত্ত। হয় বেলেঘাটার নয় বেলঘরের—অতসী কি যেন বল্লে।

বন্দনা। বসুন মিষ্টার দত্ত।

[অতসী ও ঠাকুরদাকে আস্‌তে দেখে]

মাদ্রী। আসুন মিষ্টার সমাদ্দার অব্ বেলঘরে অর্ বেলেঘাটা। আপনাকে মিষ্টার দত্তর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি'। ইনি মিষ্টার দত্ত, আপনার প্রথম বর্ষের প্রেমিকা অতসী দেবীর প্রথম স্বামী, আর ইনি মিষ্টার সমাদ্দার ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার স্ত্রীর first year এর প্রেমিক।

পীতাম্বর। র'স র'স। ব্যাপারটা বুঝ্‌তে দে, দেখি ভাই। তুমিত মিষ্টার দত্ত, মানে অতসী দিদির বর। অতসী দিদির প্রেমিক সমাদ্দার টমাদ্দার কি বল্‌ছিল সব?

অতসী। বিয়ের আগে আমার কারো সঙ্গে ভালবাসা হয়েছিল কিনা, উনি অনেক দিন থেকে জানবার জন্য জেদ্ করেন—প্রথম বল্‌তে ভয় হ'ত উনি হয়ত মারবেন, শেষে অভয় দিতে তোমাকে ডাক্‌তে হ'ল। তোমায় বাড়ী নিয়েই যেতাম। উনি যখন এসেছেন তখন তুমি নিজ মুখেই বল কাহিনী।

মিঃ দত্ত। আমায় লজ্জা দিয়ো না অতসী। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি তুমি মিছে কথা বলেছ। কিন্তু যতক্ষণ তা পারিনি তখনকার জ্বালা—

মাদ্রী। আমরা বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু, পত্নীর অতীত প্রেম কাহিনী জানবার প্রেরণা দিয়েছিল আপনাকে কোন পুরুষ বুদ্ধি?

দত্ত। স্বামী স্ত্রীর মনের মধ্যে কোনও পর্দ্দা থাকা উচিত নয় এইছিল আমার ধারণা—

পীতাম্বর। ভায়া, ধারণাটি মন্দ নয়, কিন্তু পর্দ্দাটি যে দেখা যায় না। থাক্‌লেও বিশ্বাস হ'তে পারে, নেই; আর না থাক্‌লেও বিশ্বাস হ'তে

পারে আছে। স্বামী স্ত্রীত দুটো মানুষই ভায়া, বিশ্বাস ছাড়া দুটো মানুষের মেলবার ত আর পথ নেই ভাই।

দত্ত। আমায় মাপ করুন।

পীতাম্বর। আমি মাপ করবো কেন? বরং—

অতসী। থাক্। পাগ্‌লামি শেষ হ'লত?

[মিঃ হালদারকে টেনে তরঙ্গের প্রবেশ]

হালদার। আঃ ছাড়, ছাড়, কচ্ছকি? কারা সব রয়েছেন—

তরঙ্গ। কারা আবার? My friends and lover. This is my husband and this is my lover.

হালদার। ঘাট হয়েছে, কান মলছি। এই, ব'লনা, ব'লনা।

বন্দনা। ব্যাপার কি তরঙ্গদি?

মাদ্রী। ব্যাপার বুঝলেনা? স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি কর্ত্তে যাচ্চে।

হালদার। তোমারইত এই কাজ?

তরঙ্গ। তুমিত চ'লে এলে ঠাকুর্দ্দা। চুপি চুপি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আমার আগে সত্যি কোন ভালবাসা ছিল কিনা। আমি বল্লাম এস দেখ। এই যে দেখ এইত আমার lover.

পীতাম্বর। আর করবি মাদ্রী, আমার পীতাম্বর নাম নিয়ে ঠাট্টা?

দত্ত। Let us shake hands Mr. Haldar, আমাদের একই ভুল হয়েছিল।

হালদার। Really I have been a fool.

পীতাম্বর। কেউ ফুল্ নয় দাদা, বেশী বয়সে মেয়েদের বিয়েটা হঠাৎ এদেশে ঠিক্ খাপ খাচ্চেনা। কিছুদিন যাক্, সব সহজ হয়ে যাবে। দেখ্‌লি বন্দনা দি', মহেশের একা দোষ নয়, ভুল সবাই করে।

আরও আগে, কুলীনের মেয়েরা খুব বড় বড় হ'য়ে থাক্‌ত, সমাজে স'য়ে গিয়েছিল, আবারও সইবে।

মাদ্রী। আগের মত সব হবে ঠাকুর্দ্দা? বহুবিবাহ তরঙ্গশিখর আবার উঁচু হ'য়ে উঠ্‌বে? এবার তবে আমরা, মানে মেয়েরা আর ছাড়ছিনে। অন্ততঃ আমি আর বন্দনা ত ইতিমধ্যে একাধিক ঠিক্‌ করে ফেলেছি। দ্রৌপদী আর exception থাক্‌বেনা, হবে rule.

বন্দনা। তুই থাম ত মাদ্রী।

মাদ্রী। আমি থামব না। আমি আবার নাচ্‌ব। ঠাকুরদা, তুমি একখানা মালসী গান ধরত, আমি পাগ্‌লা কালী নৃত্য করি। তোমাদের কয়লা ঠেলা ওরিয়েণ্টেল্‌ ডান্স্‌এ ঘেন্না ধ'রে গেছে।

[অন্যান্য ছেলে মেয়েদের প্রবেশ]

মাদ্রী। আপনারা কি চান?

ছেলে। চাঁদা।

তরঙ্গ। চাঁদা? কিসের চাঁদা?

মেয়ে। আমরা পাড়ার ছেলে মেয়েরা মিলে থিয়েটার কর্‌ছি—

মাদ্রী। কি প্লে?

মেয়ে। হরবিলাসবাবুর "তরুণের অভিযান"—

মাদ্রী। Good. Chorus গান গেয়ে আমাদের যদি সুখী কত্তে পারেন, চাঁদা নিশ্চয়ই দেব।

ছেলে। All right.

মাদ্রী। আমরাও গাইব। নাচ তবে এখন থাক্‌। মিঃ দত্ত, মিঃ হালদার! আপনারাও ত জানেন হস্তারক-শ্রীবিষ্ণু-হরবিলাস বিরচিত তরুণের অভিযানের গান। আপনাদেরও আজ শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে গাইতে হবে। ঠাকুর্দ্দা, তুমি জান?

ঠাকুর্দ্দা। জানিত ভাই, কিন্তু তরুণের গান আমার মুখে মানাবে কি ?

মাত্রী। খুব মানাবে। You are evergreen—"তরুণের জয় রথ চক্রে"—

গীত—

তরুণের জয়রথ চক্রে,
প্রাচীনের হাড় ঠক্ ঠক্‌রে !
দুস্তর দুর্গম দুর্জ্জয় যাত্রা,
নাই তার তাল মান, নাই তার মাত্রা
সম্মুখে চলা শুধু, ক্ষতি যাই হ'ক্‌রে।
ক্ষতবিক্ষত দেহ, নাহি তাই ভ্রূক্ষেপই,
যৌবন মদিরায় জীবন উঠিল ক্ষেপি,'—
অবহেলে' শান্তির দুগ্ধ ও তক্রে।
নাহি ভয় সংশয় নাহি চাওয়া পিছনে,
নাহি আরামের লোভ কূজন বীজনে,
বুকে জ্বলে দুরাশার আশা ধ্বক্ ধ্বক্‌রে !
"প্রাচীনের প্রাচীর কি পড়্‌বে, রে খসিয়া ?"
বৃদ্ধেরা, ভয়াতুর, ভাব্‌ছে যে বসিয়া—
"হিংসায় হারমানে শ্বাপদনক্রে !
তরুণের অভিযান আগে ও পাছে
তরুণের অভিযান দূরে ও কাছে—
বাধা দিতে চায় হেন কে আহাম্মক্‌রে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হরবিলাসের বসবার ঘর। হরবিলাস তাহার ভৃত্য কৃপাসিন্ধুর সঙ্গে কথা বল্‌ছে। কৃপা ঘরের কাজ কচ্ছিল।]

হর। হ্যাঁরে কৃপা, যতীদাদাবাবু দেশে চ'লে গেলেন আমায় ব'লে গেলেন না?

কৃপা। ও মেসের ঝি বল্‌লে, আগে কাউকে কিছু বলেন নি। খেয়ে শুতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ বল্লেন, 'কটা বাজে? ঢাকা মেলের সময় আছে', বলেই নীচে দৌড়, টেক্সি, ভোঁ।

হর। বাড়ী গেলেন কাউকে বলেছেন?

কৃপা। না। ঢাকা মেলে গেলেন কিনা, তাই ঝি বল্লে 'দেশে'?

হর। ঝির বুঝি খুব বুদ্ধি?

কৃপা। মেসের ঝি, অতগুনো বাবু, বুদ্ধি না থাক্‌লে চল্‌বে কেন? আপনিবাবু এক্‌লা মানুষ, আমার মত বোকাকে নিয়ে আপনার চ'লে যায়।

হর। তুমি বোকা, কৃপাসিন্ধু? ও, তাই বুঝি মেসের ঝির কাছে বুদ্ধি আন্‌তে যাও।

কৃপা। আমি চাকর মানুষ, ঝির কাছে বুদ্ধি আন্‌তে যাব না ত ঠাক্‌রুণ কোথা পাব?

হর। তা ঠিক্। [হাস্য] কৃপাসিন্ধু, সেই বুড়ো বাবু আর এসেছিলেন রে?

কৃপা। না বাবু, তিনিকে ত আর দেখিনি।

হর। কোথায় থাকেন বল্‌তে পারিস্?

কৃপা। আমিত জানিনে বাবু। আপনি জানেন না?

হর। নারে, আগে কি জানতুম্ এমন গা ঢাকা দেবেন? তাহ'লে জেনে রাখ্‌তুম।

কৃপা। কোথায় কার মেয়ে দেখ্‌ছেন।

হর। তুই কি ক'রে জান্‌লি?

কৃপা। আমায় বলেছিলেন কৃপাসিন্ধু, তোর যখন সম্বন্ধ হ'বে আমায় মেয়ে দেখ্‌তে নিয়ে যাস্—আমি বল্লাম, আমার ত বিয়ে হয়ে গেছে বাবু।

হর। তোর বিয়ে হ'য়ে গেছে?

কৃপা। হাঁ বাবু।

হর। আমার হ'ল না।

কৃপা। কেন যে তুমি বিয়ে কচ্ছ না আমি ত বুঝ্‌তেই পারি না। বাপ মা নেই, তাই কেউ ধ'রে বিয়ে দিচ্ছেও না।

হর। তুই আমায় ধ'রে একটা বে' দিয়ে দিবি?

কৃপা। ওরে, বাপ্‌রে! আমি তোমার মেয়ে কোথায় পাব?

হর। কেন? সহরে কি মেয়ে দেখ্‌তে পাস্ না?

কৃপা। পাই। তবে তেনারা মেয়ে না ছেলে বুঝ্‌তে পারি না। গট্ গট্ ক'রে রাস্তা দিয়ে চল্‌ছে, টক্ টক্ ক'রে বাসে উঠ্‌ছে, টেরামে উঠ্‌ছে—ছেলেদের মত ইস্কুলে পড়ছে, কলেজে পড়ছে। তেনারা কে যে ভাল কে যে মন্দ, আমি বুঝ্‌বো কি ক'রে? আপনি বুড়ো কর্ত্তাকে বল, তিনি মেয়ে ঠিক করে দেবেন। দেখি আমি, রাস্তাঘাটে যদি দেখা হয় তেনার সঙ্গে তেনারে বল্‌ব।

হর। আচ্ছা। তুই আর এক কৌটো সিগারেট্ আমায় এনে দিয়ে যা'ত।

কৃপা। অত সিক্‌রট্‌ ত তুমি আগে খেতে না বাবু? কি তোমার হয়েছে বলত? লেখাপড়া ত দেখ্‌ছি শিঁকেয় তুলেছ। থিয়েটারের বাবুরা এসেছিল; বল্লে "বাবু কোথায় কৃপাসিন্ধু? আর একটু হ'লেই নাটক শেষ হয়, তিনি শেষ কচ্ছেন না কেন?" আমি বল্লুম "দাঁড়াও বাবু। নাটক ব'লে কথা, শেষ কল্লেই হ'ল? শেষই ত শক্ত!"

হর। বারে কৃপাসিন্ধু, কে বলে তোমায় বোকা? অই ঝি মাগী বুঝি?

কৃপা। আঃ ভাল কথা হচ্ছে, এখন আবার ও বেটির কথা কেন? —আচ্ছা যাই তোমার সিক্‌রট্‌ নিয়ে আসি।

হর। পয়সা নিয়ে যা'।

কৃপা। আমার কাছে কত টাকা তোমার মজুদ আছে তাও মাথায় নেই? ভাগ্যিস্‌ ও ঝি বেটির হাতে পড়নি?

হর। সে বুঝি খুব চোর?

কৃপা। চোর? দু'পয়সার সন্দেশ আন্‌তে দিলে, তাও রাস্তায় একবার চেটে নেবে। আমি ত বেটুয়া টেঁকে সেলাই করে তবে ও বেটির কাছে যাই।

হর। তবু তার কাছে যাওয়া চাই।

কৃপা। বুদ্ধি পরামর্শটা দেয় ভাল [হাস্য] আচ্ছা আমি সিক্‌রট্‌ নিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

[হরবিলাস সিগারেট্‌ ধরাইল]

কৃপা। [দ্রুত প্রবেশ ক'রে] বাবু, একটা কলকাত্তার মেয়ে—

হর। [উঠে] কে? বন্দনা?

কৃপা। সত্যি, মন্দ না। বিয়ে করবে বল্‌ছিলে দেখনা চেষ্টা ক'রে।

হর। পালা। [কৃপার প্রস্থান, পরে প্রবেশ কল্ল মাদ্রী।]

হর। ও, আপনি? নমস্কার!

মাদ্রী। নমস্কার। আপনি বুঝি বন্দনাকে আশা কচ্ছিলেন?

হর। হ্যাঁ! তিনিই ক'বার এসেছিলেন কিনা।

মাদ্রী। সেই জন্যেই এবার আমি এলাম। তিনি কবার এলেন, আর আমি একবারও আসব না?

হর। ধন্যবাদ!

মাদ্রী। আর আপনার বাড়ীর একটা সুনাম রটে গেছে, এখানে আসা যাওয়া কল্লে ভাবী বরের দেখা পাওয়া যায়।

হর। ভাবী বর ঠিক নয়, হইলে হইতে পারিত বর। বরের দেখা পাওয়া যেতে পারে, বিয়ে হয় না।

মাদ্রী। এইজন্যে আপনার নাম আমি পাল্টে রেখেছি 'হন্তারক'। আপনি রাগ করেন নি ত?

হর। রাগ করিনি। তবে পাল্টালেনই যখন, আর একটু পাল্‌টে 'মোবারক' ক'রে দিলেই পাত্তেন। এ যেন বিয়ে ভাঙ্গার দায়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।

মাদ্রী। আপনি দায়ী নন নিশ্চিত ক'রে বল্‌তে পারেন?

হর। শুধু আমি কেন, সবাই জানে কেন বিয়ে ভেঙ্গে গেল। ঘতের কাকা যদি—

মাদ্রী। হ্যাঁ সে কথা ত সবাই জানে, কিন্তু সেত বাইরের কথা।

হর। ভেতরের কথা আবার কি?

মাদ্রী। ভেতরের কথা হচ্ছে বন্দনা আপনার কাছে নিজে থেকে ক'দিন এসেছিল ব'লেই না গোল।

হর। আমার এখানে বন্দনা দেবীর আসার সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে

যাবার সম্পর্ক ঠিক বুঝলাম না। তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও দায়ী কর্ত্তে হয় অঞ্জলিকে। কারণ, অঞ্জলির জন্যইত তিনি এসেছিলেন।

মাদ্রী। আমাদের সে তর্ক ওঠেনি আপনি বলতে পারবেন না। তবে আমরা অঞ্জলি পর্য্যন্ত নামিনি। আপনার একাকিকাকে দায়ী করেছি, আর স্থির করেছি আপনার নাটক আমরা আর অঞ্জলিতে ছাপ্‌ব না।

হর। ও, সেই জন্যেই এই সংখ্যাতে দেখ্‌ছি নাটক বেরোয় নি? অথচ আগের সংখ্যায় সেরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল।

মাদ্রী। পরের সংখ্যায় এর কৈফিয়ৎ দেব।

হর। কি? বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার দরুন বেরুল না?

মাদ্রী। আমরা আইন করেছি, এর পর থেকে পুরুষদের লেখা আমরা আর অঞ্জলিতে ছাপব না।

হর। আহা, বেচারা পুরুষ! একা আমার দোষে—ব্যাপকভাবে পুরুষ জাতিটাই বঞ্চিত হ'ল!

মাদ্রী। এ রকম case কি নূতন? ধরুন আপনার বন্ধু শুনেছি বন্দনাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন—এখন বন্দনা রাজি না হওয়ায় তিনি হয়ত আর বিয়েই করবেন না—সমস্ত নারী জাতিকেই বঞ্চনা করবেন! কোথায় তিনি?

হর। বোধ হয় দেশে গেছে।

মাদ্রী। আপনাকে ব'লে যায় নি?

হর। না। বোধ হয় সময় পায় নি।

মাদ্রী। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছেন। নইলে আপনাদের নিশ্চিত বন্ধুত্বে এত 'বোধ হয়' স্থান পেত না।

[কৃপাসিন্ধু সিগারেট দিল।]

কৃপা। বাবু! আমি সেই বুড়ো কত্তার খোঁজ পাই কি না দেখি, একটু দেরী হবে।

হর। [সিগারেট্ ধরাতে গিয়ে] Excnse me. Don't mind. আপনাকে cigarette offer করব কি?

মাত্রী। [হাস্য] কথাবার্ত্তা আমার cigarette খাওয়ারই মত। কিন্তু সাড়ীর সঙ্গে ওটা ভাল মানায় না। Skirt না ধ'রে আমি cigarette ধরব না।

হর। Skirt ধরবেন নাকি?

মাত্রী। কি ক'রে বল্‌ব? বিপ্লবের পর আমার কি রূপ দাঁড়াবে আগে ত বল্‌তে পারি না।

হর। বিপ্লব?

মাত্রী। মানে, বিয়ে। বিয়ে যে একটা revolution একথা আপ্‌নি অস্বীকার ক'ত্তে পারেন কি?

হর। চমৎকার!

মাত্রী। ভাল লাগ্‌ছে আপনার? আমি ত একা একা আপনার সঙ্গে তবু ভাল ক'রে কথাই বল্‌তে পাচ্ছি না। ঠাকুর্দ্দা থাক্‌লে দেখ্‌তেন খই ফুট্‌ত। তিনিই বা গা ঢাকা দিলেন কোথায়?

হর। তাও আমি জানি না।

মাত্রী। তবে আপনি জানেন কি? বন্দনা যে খুব গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছে তা' জানেন কি?

হর। কি ক'রে জান্‌ব? আর ত দেখা হয় নি। আস্‌বেন একদিন বলেছিলেন, আসেনও নি।

মাত্রী। আস্‌বেন ব'লে আসেন নি, এতেই আপনার বোঝা উচিত ছিল, একটা কিছু হয়েছে।

হর। তাড়া ত ছিল না। অন্য কাজও ত থাকতে পারে।

মাদ্রী। অন্য কাজ না ছাই। 'অঞ্জলি' না জানি তুলেই দিতে হয়। বার আনা ত বন্দনাই লিখ্‌ত। গিয়ে দেখুন তার কলমে মরচে ধ'রে গেছে। এত অন্যমনস্ক, সাম্‌নে থেকে আপনার একাঙ্কিকা তুলে নিয়ে এলাম হুঁস্‌ই নেই!

হর। কেন, এরূপ হবার কারণ?

মাদ্রী। আপনার বড় নাটক শেষ হয়েছে?

হর। না। অল্প কিছু বাকী আছে, শেষ ক'ত্তে পারিনি।

মাদ্রী। এরূপ হবার কারণ?

হর। কি বল্‌ছেন?

মাদ্রী। না, আজকের তারিখ কত?

হর। তারিখ? (কেলেণ্ডার দেখে) পাঁচুই।

মাদ্রী। তাহ'লে চেষ্টা ক'ল্লে ও মাসে একাঙ্কিকা 'অঞ্জলি'তে বার করা যেতে পারে।

হর। এই যে বল্লেন পুরুষের লেখা বের হবে না?

মাদ্রী। বেনামীতে—ধরুন, আমার নামে, কিম্বা বন্দনার?

হর। শুধু, আমার লেখা ছাপার অক্ষরে বেরুবে এই লোভ কি আমার এখনও আছে মনে করেন, মিস্ মজুমদার?

মাদ্রী। তবে কি আপনি এর দাম চান?

হর। দান ক'রে কি কেউ দাম চায়? এ আমার 'অঞ্জলি'কে দান।

মাদ্রী। 'অঞ্জলি'কে না বন্দনাকে?

হর। একই কথা। তিনি ত অঞ্জলির জন্যেই চেয়েছিলেন।

মাদ্রী। তবে এটা না ব'লে আনা আমার চুরি হয় নি। মনে

একটা খোঁচা ছিল। আপনি আমার মন থেকে একটা বোঝা নামিয়ে দিলেন। সত্যি একাঙ্কিকা ত আর বন্দনার একার নয়, অঞ্জলির। সুতরাং আমারও এতে অধিকার আছে। এ কয়দিন আমি মনকে প্রবোধ দিয়েছি এই ব'লে যে, আমার কাছে থাকাও যা বন্দনার কাছে থাকাও তা। আমরা Fast Friends কিনা।

হর। যেমন আমি আর য'তে। আপনি শুনেছেন বোধ হয়?

মাত্রী। হ্যাঁ, শুনেছি। [নীরবতা] আপনি এক কাজ করুন না, আপনি বন্দনাকে বিয়ে করুন না?

হর। আমি? কি বল্‌ছেন আপনি?

মাত্রী। কেন? মন্দ কি বল্‌ছি? আপ্‌নি বিয়ে ক'রলে যতীন বাবু অনেকটা ঠাণ্ডা হবেন। তিনি ত আর এরি মধ্যে বন্দনাকে মারাত্মক রকম ভালবেসে ফেলেন নি? তিনি বিয়েতে রাজি ছিলেন, বন্দনা রাজি হ'ল না, এই ত তাঁর অভিমান? তাঁর পৌরুষে আঘাত লাগাইত তাঁর ক্ষিপ্ততার কারণ? আপনি বিয়ে ক'রলে বন্দনা অন্ততঃ খানিকটা জব্দ হ'ল বলে তিনি আশ্বাস পাবেন।

হর। পুরুষদের সম্বন্ধে কি আপনার এই সত্য ধারণা? তাঁরা কি খালি অভিমান আর ক্ষ্যাপামি নিয়েই থাকেন? না, মিস্ মজুমদার। ভালবাসার আগুনের কাছে পুরুষ মেয়ে সমান দাহ্য পদার্থ।

মাত্রী। সে পরিচয় আপনি পেয়েছেন নাকি, মিঃ চ্যাটার্জ্জি?

হর। আপনি কি hint ক'চ্ছেন বলুন ত?

মাত্রী। Hint কেন, আমি স্পষ্ট ক'রেই বল্‌তে পারি। কিন্তু তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে?

হর। স্পষ্ট ক'রে যদি বল্‌তে পারেন তবে বলুন মিস্ মজুমদার বন্দনা সেদিন আমাদের দুজনের হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব'লেছিল,

যাই ঘটুক, we are friends. আপনি বন্দনার বন্ধু, যদি আপত্তি না থাকে আপনার হাত দিন। Let us say we are also friends.

মাত্রী। (হাত দিয়ে) হাত না দিলেও we are friends

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। আমি কি বুঝতে পারি নি? বন্দনা আপনাকে ভালবাসে, আপনি বন্দনাকে ভালবাসেন, মাঝখানে যতীনবাবু—সে আবার আপনার অন্তরঙ্গ।

হর। [মুখ ফিরিয়ে একটু দূরে গিয়ে] আমার কথা আমি কাকে বলব ভেবে পাইনি মাত্রী। তুমি, তুমি—[চোখ মুছে] excuse my foolish sentiment. কিন্তু যতের জন্য আমাকে সব ক'ত্তে হবে, সব। ভাইএর চেয়ে বেশী সে আমায় মনে করে, I cannot betray him. তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি ভাবতেও পারিনা।

মাত্রী। আমিও বন্দনার সঙ্গে ছলনা ভাবতে পারিনা। নইলে আপনাকে আমি আমায় বিয়ে ক'ত্তে বলতাম!

হর। You mean?

মাত্রী। ভয় পাবেন না। আপনাকে আমিও ভাল বেসেছি বল্‌তে পারিনা। তবে আপনাকে দেখেই মনে হ'চ্ছে আমি জীবনে প্রথম পুরুষ দেখলাম। How funny. সত্যি ভালবাসা হ'লে কি আর একথা এম্‌নি ভাবে বল্‌তে পাত্তাম, না আপনার ঘরে এভাবে একা আস্‌তে পাত্তাম? দেখ্‌ছেন না বন্দনা আস্‌তে পাল্লেনা? বিষয়টা আরো জটিল হ'য়ে উঠ্‌ল, না হরবিলাসবাবু? ঠাকুর্দা থাক্‌লে কি solution করে দিতেন বলুন ত? আমাদের দুই হাত এক ক'রে এতক্ষণে একটা মন্ত্র প'ড়ে শেষ ক'রে দিতেন। আর বল্‌তেন যতীন

জায়া ও বন্দনা দি'র এম্‌নি সহজেই মীমাংসা হ'য়ে যাবে—তোরা ভাবিস্‌ নি ॥

হর। আপনার বাবা কি করেন?

মাত্রী। কেন বলুন ত? এরি মধ্যে সম্বন্ধের ভাবনা ভাবতে সুরু ক'রে দিয়েছেন বুঝি? বাবা মা ত আমার নেই। বিধবা মাসীমা আমায় মানুষ করেছেন। তিনি সেকেলে, কিন্তু আমায় কিরকম একেলে ক'রে তুলেছেন দেখ্‌ছেন ত। আপনি বেশ ত তুমি বলতে আরম্ভ করেছিলেন হঠাৎ আপনি কেন?

হর। মনুষ্য চরিত্র কিছু কিছু বুঝি, কয়েকখানা নাটকও লিখেছি মন্দও হয়নি, লোকে মন্দও বলেনি কিন্তু—এত সহসা জীবনে এত বিস্ময় আস্‌তে পারে প্রত্যক্ষ না ক'রলে, নাটকেও লিখ্‌তে সাহস করতুম না। কটা দিনের পরিচয় আপনাদের সঙ্গে এরি মধ্যে এত emotion সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, ভাব্‌লে চম্‌কে যাই। ভয় হয় সবই বুঝি এর ফাঁকি, froth and foam আবার দুদিনে তলিয়ে যাবে।

মাত্রী। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমার খুব বেশী নেই, আমি এইটে বেশ বুঝেছি। সম্বন্ধ করা বিয়ে আর ভালবাসা সমানে তাল রেখে চল্‌তে পারে না। কিন্তু কেবল ভালবাসার ওপর বিয়ে ছেড়ে দিলে এ সমাজই ত থাক্‌বে না। ভালবাসা ত জাত বিচার করেনা, ধর্ম্মবিচার করেনা। অথচ জাত ধর্ম্মহীন সমাজ, এখন আর কল্পনা করা যায় না বলা যায় না, কিন্তু এ দেশের পক্ষে স্বপ্ন। মাপ করবেন, আমি বিচার ক'রে আপনার emotionকে হয়ত অপমান কচ্ছি।

হর। না না, আপনি বলুন। আমার emotionকে আমি ঝাড়তে দিতে চাইনে। যতদিক্‌ থেকে যত রকম যুক্তির কশাঘাত ক'রে

ওটাকে মেরে ফেল্‌তে হবে। আমি কে? আমার চেয়ে সমাজ অনেক বড়, আত্মীয়তা বড়, বন্ধুত্ব বড়, নীতি বড়, ধর্ম্ম বড়।

[পায়চারি]

মাত্রী। আপনি স্থির হ'য়ে বসুন। আমি কিছু সাহায্য যদি আপনার ক'ত্তে পারি আমাকে suggest করুন।

হর। আমি বন্দনাকে ভালবাসি, খুব ভালবাসি—এত ভালবাসা আমার নাটকের কোন চরিত্রে আমি কল্পনাও ক'ত্তে পারিনি, একথা জেনেও কি আপনি আমাকে বিয়ে ক'ত্তে পারেন?

মাত্রী। যদি না জান্‌তাম বন্দনাও আপনাকে ঠিক্ তেমনি ভালবাসে, হয়ত রাজি হতাম। কিন্তু আপনাকে আমি শান্তি দিতে পাত্তাম কি? একদিন হয়ত ছিল যেদিন মেয়ে বল্‌তে আপনি বুঝতেন যে কোন মেয়ে কিন্তু আজ ত আর তা নয়। আজ বন্দনা আপনার কাছে বিশেষ।

হর। বিশেষ নয় শুধু, এক, এক। আমি পারব না, মাত্রী তুমি আমায় ব'লে দাও আমি কি কর্ব্বো?

মাত্রী। হায়রে! আমি বলব? তুমি জান, শুধু বন্দনা ছাড়া অপর কোন মেয়ে হ'লে আমি তোমায় কেড়ে নিতাম?

হর। তুমি?

মাত্রী। হ্যাঁ, আমি। আশ্চর্য্য হচ্ছেন? পৃথিবীতে পুরুষ খুব কম। পাঁচটা মেয়ে তেমন একজন পুরুষকে ভাগ ক'রে নিতে পারে, কিন্তু তবু আস্ত একটা কাপুরুষকে সহ্য ক'ত্তে পারে না। খুব মিথ্যা একটা ভিত্তির উপর বহু বিবাহ এতদিন চল্‌ত না।

হর। না, না, আমি? আমি এমন কি? আপনি পরিহাস কচ্ছেন মাত্রী দেবী।

মাত্রী। No my friend. আমি যা fact তাই বল্‌ছি। এতে emotion নেই।

হর। বড় বেশী বেশী 'emotion নেই' 'emotion নেই' বল্‌ছেন। বন্দনাকে আপনি খুব ভালবাসেন।

মাত্রী। ছাই ভালবাসি। তাহ'লে তার সতীন হ'তে চাই? একাঙ্কিকা চুরি করি?

হর। আচ্ছা সত্যি ওটা চুরি কল্লেন কেন বলুন ত?

মাত্রী। Out of jealousy. কে আপনি? কি এমন আপনার একাঙ্কিকা, আমার বন্ধুকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন? চ'লে যান আপনি আপনার একাঙ্কিকা নিয়ে, আমাদের মাঝ থেকে। আমরা নিশ্চিন্তে ছিলাম, কাগজে article লিখ্‌তাম, দুনিয়া শুদ্ধ লোকের নিন্দা কত্তাম, যখন তখন নাচতাম গাইতাম, আপনারা কেন আমাদের মাঝখানে এসে গোল বাধালেন? আপনি আর আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু যতীন? তাঁকে একবার পেলে হয়।

[ঝড়ের মত মহেশকে টেনে প্রবেশ ক'রে]

যতী। কাকাকে ধ'রে এনেছি। ইনি?

হর। ইনি মিস্ মাত্রী মজুমদার।

যতী। ও হ্যাঁ। নমস্কার।

মাত্রী। নমস্কার! [মহেশের পায়ের ধুলো নিল]

মহেশ। সুখী হওমা, সুখী হও। তোমার কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, বন্দনা মার সঙ্গে দেখাটা হ'ল না। পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু, তোমাদের বাইরেটাই দেখি কিনা—ভেতরে যে তোমরা কত ভাল পীতাম্বর বাঁড়ুয্যের চিঠি না পেলে কি আমি বিশ্বাস কত্তাম? তোমার নাম ত মাত্রী? তোমারও কত প্রশংসা তার চিঠিতে।

হর। ঠাকুর্দ্দা চিঠি দিয়েছিলেন ?

মহেশ। নইলে যতে'র মত ছেলে ছোক্‌রার কথায় কি আমি ভুলি ? তাঁর চিঠি পাওয়ার পরেই যতে' গিযে হাজির। দেখ আমায় টেনে নিয়ে এল, ব'লে বিয়ে দাও আর না দাও তোমায় গিয়ে মাপ চাইতেই হবে নইলে এই হত্যে দিয়ে পড়লাম তোমার দুয়ারে। আস্‌তে হ'ল।

হর। ঠাকুর্দ্দার ঠিকানা জানেন ?

মহেশ। তাঁর আবার ঠিকানা ? তবে হ্যাঁ, এখন স্মরজিৎ বাবুর বাড়ীতে জমিয়েছেন মধ্যাহ্ন ভোজনের প্রতীক্ষায়, অজুহাত দেখালেন বন্দনার সঙ্গে দেখা করে আস্‌বেন। লোকটা যে খবর পায় কি ক'রে তাই ভাবি। ট্রেন থেকে নেমেই দেখি ভোব রাত্রে শেয়ালদ' ষ্টেশনের platformএ। যাক্‌গে সব চুকে বুকে গেল। স্মরজিৎ বাবু যেন হাতে আকাশ পেলেন। আমারি কি ভাল লাগ্‌ছিল মা ? রাগের মাথায় নিজের মেয়ের নামে কুৎসা ক'ল্লে কার না মন খারাপ হয় বলত ? যাক্‌গে মেসে ত এখন পর্য্যন্ত ওঠা হয়নি, চল্ যতে', এরপর আবার ভাত পাব কি না কে জানে ?

যতী। আপনি গিয়ে চান্‌টান্ ক'রে সুস্থ হ'ন কাকা আমি একটু পরে যাচ্ছি।

মহেশ। [হেসে] ও আচ্ছা।

[প্রস্থান]

মাত্রী। বন্দনার সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়নি যতীন বাবু ?

যতী। না, সকাল থেকে কি একখানা বই খুঁজতে বাড়ী তোলপাড় ক'রে কোথায় যে বেরিয়েছেন। বোধ হয় বই খানার খোঁজেই।

মাত্রী। আমি তাহ'লে উঠি। বইখানা ফেরত দেব ব'লে আমিই নিয়ে এসেছিলাম। বন্দনা হয়ত আমার বাড়ীতেও যাবে। এখন ফেরত দিতে হয় সেই এসে দিয়ে যাক্। [উঠ্‌ল]

যতী। আপনি না ব'লে বইখানা এনেছিলেন ফেরত দিতে? কি বই? ও এত হরবিলাসের একাঙ্কিকা? কেন? ফেরত দিতে চাইছিলেন কেন?

মাত্রী। আপনাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেল্‌ব বলে। নমস্কার।
[প্রস্থান]

যতী। কিছুই ত বুঝতে পাল্লাম না।

হর। কেন? শক্তটা কি? সম্পর্কটাত এম্‌নিই কেটে যাচ্ছিল।

যতী। কিন্তু কাট্‌ল না ভাই। সব ঠিক হ'য়ে গেছে।

হর। খুব খুসী হয়েছিস্?

যতী। খুসী?

হর। বন্দনাকে তুই ভালবাসিস্?

যতী। What do you mean? ভালবাসি? এ ক'দিন আমার তাঁর চিন্তা ছাড়া অন্ত চিন্তা ছিল নাকি?

হর। দেখ, আগেই অত লাফাস্‌নি।

যতী। What do you mean by আগে? সব শেষ হ'য়ে গেল এখনো 'আগে'?

হর। শেষ হ'য়ে গেল?

যতী। মানে, ঠিক্ হ'য়ে গেল ত?

হর। There is many a slip between the cup and the lip my friend. বন্দনার মত জেনেছিস্?

যতী। তাঁর ত আপত্তি কাকা, সে আপত্তি চুক্‌ল—

হর। আমি আপত্তির কথা বলছিনে, বল্‌ছি মতের কথা।

যতী। মত ?

হর। হ্যাঁ, সত্য।

যতী। তা আপত্তি না থাকলে অমত হবে কেন ?

হর। তুই ভালবাসায় বিশ্বাস করিস্ ?

যতী। বিশ্বাস করি মানে ? এখন কি আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা আছে, প্রত্যক্ষ কচ্ছি।

হর। তাহ'লে ভালবাসা না হ'লে বিয়ে করা যায়না মানিস্ ?

যতী। ততদূর হয়ত মানিনা, তবে একজনকে ভালবাস্‌লে আর কাউকে বিয়ে করা মানে—মানে—

হর। মানে কি ? বল।

যতী। মানে hell.

হর। তা হ'লে শুনে রাখ্ বন্দনা অপর কাউকে ভালবেসেছে—তোকে নয়।

যতী। My God ! (ব'সে পড়ল) [পরে] ইনি বুঝি ব'লে গেলেন ? মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—এ হ'তেই পারে না, এ আমি বিশ্বাস করিনা। ওর কোন মতলব আছে।

হর। কোন মতলব নেই ভাই। মাত্রী আর বন্দনা fast friends, আমাদের জানানোটা কর্ত্তব্য বোধে জানিয়ে গেল।

যতী। কি দরকার ছিল ওর জানাবার ? বিয়েত হচ্ছিলই না তবে ওর জানাবার গরজ কেন ?

হর। হচ্ছিল না ব'ল্লে তুইই কি স্থির ছিলি ভাই ? তোর যেমন ইচ্ছে ছিল হয়, ওঁর তেমনি ইচ্ছে ছিল না হয়।

যতী। হুঁ হুঁ। কিন্তু একথা আগে বলেনি কেন ? তা হ'লে আমার যা হ'ক্ হ'ত, কাকাকে এনে আবার কেলেঙ্কারীটা হ'ত নাত। আগে কেন বল্লে না ?

হর। আগে জান্‌তে পারেনি, তাই।

যতী। কে জান্‌তে পারেনি?

হর। দুজনেই!

যতী। দুজনেই, মানে! বন্দনাও জান্‌তে পারেনি যে সে আর কাউকে ভালবাসে?

হর। সম্ভব।

যতী। Impossible!

হর। Impossible? কেন? তোর ভালবাসা ক'দিনের বল্‌ত?

যতী। সত্যি-সত্যি-সত্যি! কিন্তু What am I to do now? একটু আগে যে মনে হয়েছিল বন্দনাকে আমি পেয়ে গেছি!

হর। [তার পিঠে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে] যতে' যতে' শোন্ শোন্। দেখ্ এই ভালবাসাটাসাগুলিকে কল্পনায় ফাঁপিয়ে তুলে আমরা খেলা কচ্ছি নাত?

যতী। মোটেই না, so far as I am concerned.

হর। মুস্কিল হ'চ্ছে, এই মাদ্রী বল্লে বন্দনা ভালবাসে আমাকে?

যতী। কি? [ব'লে ছিটকে দাঁড়াল]

হর। [এগিয়ে তার হাত ধ'রে] And the worst part of it হ'চ্ছে এই যে আমিও বন্দনাকে ভালবাসি বোধ হয়।

যতী। [হরবিলাসকে ধ'রে মারতে মারতে] You fool, idiot black guard, এরকম সাংঘাতিক practical joke কখনো ক'র্ত্তে হয়? দেখদেখি বুকে হাত দিয়ে কি রকম ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্ছে!

[উচ্চ হাস্য]

যতী। তুই আমায় খুব ভালবাসিস্ না-রে হরবিলাস? নইলে আমার ব্যাপার নিয়ে এত মাথাব্যথা তোর কেন? আজ বুঝতে

পাচ্ছি পঞ্চপাণ্ডব কি ক'রে এক দ্রৌপদী নিয়ে শান্তি পেত। I can share বন্দনা with you.

হর। Shut up you rascal. [হাস্য]

যতী। Sorry. আবোল তাবোল বক্‌ছি, না?

[নীরবতা]

কি কথা হচ্ছিল আমাদের? বন্দনা ও আর কে একজনের ভালবাসা, না? It is the mischief done by that cat from Madras or Madrid! বন্দনার সঙ্গে স্পষ্ট কথা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি Madras কি Madrid কারো কথা শুনছি না—

হর। Not even Hore Belisha? [মৃদু হাস্য]

যতী। That's fine! Hore Belisha! হরবিলাস—Hore Belisha!—ও: হ্যাঁ তুই কি বল্‌ছিলি? তুই বন্দনাকে ভালবাসিস্‌। সেত বাস্‌বিই, you have the right, কিন্তু সে আর কাউকে মানে তোকে—তোকে—[টলছিল]

হর। যতে', man! এ কি? এটা কি থিয়েটার? এটা কলকাতার সহর, ভদ্রলোকের বাড়ী, আমরা ভদ্রলোক, পতন ও মূর্চ্ছার জায়গা এটা নয়। আমি ত তোকে না বল্লেও পাত্তাম, গোপন ক'রে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাতে পাত্তাম? কিন্তু আমাদের কোন কথা এদ্দিন গোপন ছিল না—আজও রাখব না। Fact হচ্ছে এই—আমরা দুজন ,বন্ধু একটি মেয়েকে সমানভাবে ভালবেসেছি,—অসঙ্গত কিছু নেই, কারণ আমাদের রুচি এক।

যতী। এতে অসঙ্গতি কিছু নেই। কিন্তু difficulty হচ্ছে বন্ধু দুটি, কিন্তু মেয়েত মোটে একটি আর তার ভালবাসাও একটি,

বিয়েও একটি। আরো complex হ'চ্ছে, বিয়ের কথা হচ্ছে একজনের সঙ্গে, ভালবাসা হচ্ছে আর একজনের সঙ্গে।

হর। That's her problem. We are friends, the more for loving the same girl.

যতী। Yes, the more for loving the same girl. একটা cigarette দে দেখি। [ধরিয়ে] Hore-Belisha, দেখ্‌লি ধোঁয়া নইলে বুদ্ধি খোলে না—মাথায় কেমন বিদ্যুতের মত খেলে গেলো। সেদিন বন্দনা তিনজনের হাত মিলিয়ে বন্ধুত্ব ক'রে গেল কেন তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি।

হর। বল্।

যতী। সম্বন্ধ হচ্ছিল তার আমার সঙ্গে, অথচ ভালবেসেছিল তোকে—ভাল তোকে বেসেছে তার প্রমাণ ঐ একাঙ্কিকা। চার পয়সা দামের খাতা নিয়ে অমনি লোক কলকাতা তোলপাড় করে না। সে বুঝেছিল আমাদের বন্ধুত্বেই ইতি ক'ত্তে হবে বিয়ে করা চলবে না। ধর তুইও একটা cigarette ধরা।

হর। [ধরিয়ে] Yes, it is a smoky business, let us smoke it away.

[সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে যতীন গেয়ে উঠ্‌ল]

রামধনু আঁকি জলভরা মেঘে
আঁখি জলে মাখি হাসি।
গান গেয়ে ঢাকি বুকের রোদন
বলি না যে ভালবাসি।
মিথ্যার ফুল ল'য়ে গাঁথি মালা,
সত্যের কাঁটা দেয় যত জ্বালা;
ভুল দিয়ে আমি ভুলে যেতে চাই
বেদনার স্মৃতি-রাশি।

পঞ্চম অঙ্ক

[দ্বিতীয় দৃশ্যের মত সুরজিত বাবুর বৈঠকখানা। বেলা দুপুর হেলে গেছে স্নানান্তে বন্দনা বসে একখানা Magazine নাড়াচাড়া কচ্ছিল। বাইরে থেকে ঢুকল মাদ্রী।]

বন্দনা। আয় মাদ্রী। অবেলায় ? খেয়ে এসেছিস ত ?

মাদ্রী। হ্যাঁ খেয়ে এসেছি। এই নাও তোমার বই।

বন্দনা। রাখ্। (মাদ্রী রাখল)

মাদ্রী। তুমি একা বসে কি করছো ? খেয়েছ ?

বন্দনা। না, এখনো খাইনি। বাবা আর—

মাদ্রী। ঠাকুর্দ্দা বসে খাচ্ছেন, মা পরিবেশন কচ্ছেন—

বন্দনা। তুই কি করে জানলি ?

মাদ্রী। (হাতের ইঙ্গিতে বাধা দিয়ে) তোর বিয়ের ফর্দ্দ হচ্ছে, হিসেব হচ্ছে, তাই তুই দূরে সরে আছিস। মহেশ বাবু আর যতীন বাবু এসে তোর বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন, বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল, আর আমি জানব না ? ঠাকুর্দ্দা আমাদের সার্টিফিকেট দেওয়ায় শুভ কার্য্য সম্ভব হলো তাই এখানে আজ তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজন।

বন্দনা। কি করে জানলি বলনা ? ভদ্রলোক কি এর মধ্যে রেডিও অফিসকে ধরে ব্রডকাষ্ট করেছেন নাকি ?

মাদ্রী। অসম্ভব নয় যে রকম ক্ষেপেছেন।

বন্দনা। মোটেত আমায় একটু সময়ের জন্য দেখেছেন। এতে এত ক্ষেপে উঠলেন কেন বলত ?

মাদ্রী। তোমাকে ভালবাসেনা বলে।

বন্দনা। মানে?

মাত্রী। মানে, এ শুধু তার বিজীগিষা। ভালবাসা হলে জয় কত্তে না চেয়ে, বিজিত হতে চাইত।

বন্দনা। হুঁ। কিন্তু তুই সব জানলি কি করে বলনা?

মাত্রী। বলছি। আগে তুমি বলত একাঙ্ক্ষিকার জন্যে সহর তোল পাড় করে, সেখানা যখন এনে দিলাম তখন গভীর ঔদাস্যভরে কেন শুধু বল্লে রাখ্।

বন্দনা। সহর তোলপাড় করবার খবরও জেনেছিস দেখি। জ্যোতিষ শিখছিস তাতো জানতুম না।

মাত্রী। প্রশ্নটা এড়িয়ে যেওনা, জবাব দাও।

বন্দনা। বাঃ রে। জিনিষটা যখন ছাপান হবেনা স্থির হলো তখন সেটা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়? হারিয়ে ফেললে লজ্জার কথা নয়?

মাত্রী। হারিয়ে যে পরিমাণ উদ্বেগ ফিরে পেলে সেই অনুপাতে উচ্ছ্বাস দেখানো চাইত? তা নয় তুমিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শুধু বল্লে রাখ্।

বন্দনা। আর ত উচ্ছ্বাস দেখাবার অবকাশ নেই ভাই আমি যে বাগ্‌দত্তা।

মাত্রী। বাগদান করেছ তুমি?

বন্দনা। না, আমি নির্ব্বাক।

মাত্রী। বিয়ে হবে তা হলে?

বন্দনা। নির্ব্বন্ধ থাকলে হবে।

মাত্রী। যাক্; মিষ্টান্ন ইতরে জনাঃ ইতর জনদের ভুলোনা যেন।

বন্দনা। তুই কিন্তু এখনো বল্লিনি খবর সব পেলি কোত্থেকে।

মাদ্রী। রেডিও ষ্টেসনে গিয়েছিলাম যে একাঙ্কিকা ফেরত দিতে।

বন্দনা। তুই গিয়েছিলি ?

মাদ্রী। কেন ? সেখানে কি তোমার একলার অধিকার নাকি ?

বন্দনা। না। তবে খাতাখানা বলে নিলেই পারতিস আমি অত ব্যস্ত হতাম না।

মাদ্রী। বলে নিলে হয়ত আরো ব্যস্ত হতে, বলা যায় না।

বন্দনা। কেন ?

মাদ্রী। আমার মনে হয়েছিল।

বন্দনা। তাই না বলেই নিয়ে গেলি ! বেশত ?

মাদ্রী। তোমার জিনিষ না বলে নেওয়ার কি আমার অধিকার নেই বন্দনা দি ?

বন্দনা। নিশ্চয়ই আছে। তবে ফেরত দিতে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনলি কেন ? ল্যাঠা চুকিয়ে এলেই পারতিস ত ?

মাদ্রী। তা হ'লেই ল্যাঠা চুকতো ?

বন্দনা। ল্যাঠা এমনিই অবিশ্যি চুকে যাচ্ছে। বিবাহের ডামাডোলে এই ছোট নাটক কোথায় তলিয়ে যাবে ঠিক আছে কি ?

মাদ্রী। আমারো বোধ হয় তাই মনে হয়েছিল, তাই ফেরত দেবার গুরুত্ব ভুলে গিয়েছিলাম।

বন্দনা। বেশ করেছিস। এখন অঞ্জলির কি করা যাবে বল দেখি ? তোকেই এখন সব ভার নিতে হবে, আর ত তোর নেচে কুঁদে বেড়ান চলবে না।

মাদ্রী। কেন ? বিয়ের পরই কি তুমি বিক্রমপুর চলে যাবে নাকি ?

বন্দনা। যেতেও পারি। তোদের ঐ টুকু অঞ্জলি দিয়ে আমার বিক্রমপুর যাওয়া বন্ধ কত্তে চাস্ নাকি ?

মাদ্রী। বিক্রমপুর তোমার যাওয়া হবে না।

বন্দনা। কেন?

মাদ্রী। তুমি চাওনা বলে।

বন্দনা। আমার চাওয়াই কি বড়?

মাদ্রী। তুমি লড়বেও না? ভালবাসবে একজনকে বিয়ে করবে আর একজনকে, এর প্রতিবাদও কর্ব্বে না তুমি?

বন্দনা। চুপ চুপ! ওঁরা শুনতে পাবেন।

মাদ্রী। শোনাতেইত আমি চাই।

বন্দনা। আমি চাই না। আর কাকে শোনাবে?

মাদ্রী। সমাজকে।

বন্দনা। সমাজকে ত আর হাতের কাছে পাচ্ছি না, হাতের কাছে যাঁরা, তাঁরা আমার মা আমার বাবা। তাঁদের শোনানো মানে তাঁদের ব্যথা দেওয়া।

মাদ্রী। না বুঝে যদি ব্যথা পান সে তাঁদের দোষ।

বন্দনা। না বুঝে নয় রে, দায়ে পড়ে। তাঁরা বোঝেন সব, কিন্তু নিরুপায়।

মাদ্রী। নিরুপায় কেন? তাঁরাও তোমার পক্ষে লড়ুন।

বন্দনা। অনেক বাধারে অনেক বাধা। জীবন সংগ্রামে তাঁরা ক্লান্ত। তার ওপর অন্ন সমস্যা, সমাজ সংস্কারের পথকে নানাভাবে জটিল করে রেখেছে।

মাদ্রী। আসল কথা তুমি ভীরু। তুমি হচ্ছ সেই রকম যোদ্ধা, যারা যুদ্ধ আরম্ভ হ'তেই বন্দী হবার সুযোগ খোঁজে। জানে যে পক্ষই হারুক জিতুক, তারা প্রাণে বেঁচে গেল।

বন্দনা। তুই আমায় কি কত্তে বলিস্?

মাত্রী। তুমি ষ'তে পাগলাকে ছেড়ে দিয়ে, হন্তারককে বিয়ে কর। তোমার বিয়ে হওয়া নিয়ে ত বাবা মার চিন্তা, তা যতেই হউক হরেই হউক।

বন্দনা। তিনি আমায় বিয়ে করবেন কেন?

মাত্রী। নিশ্চয়ই করবেন। না কল্লে আমায় তিনি বিয়ে কত্তে চাইলেন না কেন?

বন্দনা। কি সর্ব্বনাশ! তুই কি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলি নাকি?

মাত্রী। নিশ্চয়। নইলে দায় পড়েছিল আমার একাকিকা চুরি কর্ত্তে। ওটার অজুহাতে সেখানে যাওয়া ছিল আমার উদ্দেশ্য।

বন্দনা। কি দুঃসাহস রে তোর! ভাগ্যিস ওঁদের কাছে গিয়েছিলি? আর কোথা হ'লে বিপদে পড়তিস।

মাত্রী। অঃ ওঁরা যেন দেবতা আর কি? তা হলে উচিত কাজ করে না কেন?

বন্দনা। ওঁরা বন্ধু যে।

মাত্রী। বন্ধু হলে বুঝি উচিত কাজ কত্তে নেই?

বন্দনা। সে ওরা বুঝবে।

মাত্রী। কিন্তু আমরা করবো কি? আমার বন্ধুকে সে যাকে ভালবাসে না তাকে বিয়ে কত্তে দেব কেন?

বন্দনা। কি করবি তুই?

মাত্রী। ঐ যতেটাকে বাগাবার চেষ্টা করবো।

বন্দনা। তোর ঠাট্টা এক এক সময় এমন ভীষণ যে সত্যি ভয় করে।

মাত্রী। তুমি দেখো যতে পাগলাকে আমি বাগাবোই। আমারও পাগলের ছিট্‌ আছে কিনা।

বন্দনা। বাগাবি কি বলছিস ভালবাসবি ?

মাত্রী। রাম কহো। ভালবাসতে যাব কোন দুঃখে ? বিয়ে করবো।

বন্দনা। ভাল না বেসেই বিয়ে করবি ? তবে আমায় বিয়ে কত্তে বারণ কচ্ছিস কেন ?

মাত্রী। আমাদের দেশের সব বিয়েই ভাল না বেসে, তাতে দোষ হয় না। কিন্তু একজনকে ভালবেসে, আর একজনকে বিয়ে করায় দোষ হয়। আমি ত আর কাউকে ভালবাসিনি তোমায় ছাড়া, তুমি যে আবার হরেটাকে ভালবেসে ফেলেছ! না বাসলেই পাত্তে। তবে না বেসে থাকা শক্ত ; যে রকম মনোহারী সংলাপ, আমিই মাঝে মাঝে কেঁপে উঠি।

বন্দনা। [হেসে] মাত্রী তুই যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস, আমরা দুজনে বিয়ে করে খুব সুখে থাকতে পাত্তুম।

মাত্রী! নিশ্চয়। তা হলে কি আর এ সব হরে যতের তোয়াক্কা রাখতুম ?

বন্দনা। অবশ্য আমাদের বাল্যবিবাহই হতো।

মাত্রী। কেন ? বাল্য বিবাহ কেন ?

বন্দনা। একটা নির্দ্দোষ শৈশব প্রণয়, যারা স্বামী-স্ত্রী হতে যাচ্ছে তাদের মধ্যে কেমন সহজ সুন্দর হ'ত বলত ? অবশ্য অমনি ছেলেতে মেয়েতে নির্ব্বিচারে শৈশব প্রণয়—বঙ্কিমবাবু তাঁর tragedy দেখিয়েছেন চন্দ্রশেখরে প্রতাপ শৈবলিনী।

মাত্রী। আমাদের দেশে সব প্রণয়েই ট্র্যাজেডি। যতেকে বিয়ে করে খুব প্রণয় কত্তে যেও, দেখবে দুদিনেই সে ভাবে এ এত

শিখলে কোথা। কিন্তু তুমি গোড়া থেকে গম্ভীর হয়ো, কারণ জিজ্ঞেস করলে বলো হরেকে মনে মনে ভালবাসি কিনা তাই। তা হলে দেখবে কত খাতির তোমার। তুমি আত্মবলিদানের মহিমায় দেবী পদবাচ্যা হয়ে উঠলে বলে। আমি বুঝতে পাচ্ছি আসলে এই বিয়েতে সেইটেই তোমার লোভ। তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর।

বন্দনা। স্বার্থপর ?

মাত্রী। স্বার্থপর নও ? নইলে কেবল আপনার কথাই ভাবছো, বেচারা হরেটার কথা একটুও ভাবছো না ?

বন্দনা। আমি তাঁর কথা কি ভাববো ?

মাত্রী। বাঃ রে তুমি তাঁকে ভালবাস তুমি তাঁর কথা ভাববে না, ভাববো আমি ?

বন্দনা। তুই তো অনেকবার ভালবাসার কথা বললি। তুই কি করে জানলি আমি তাঁকে ভালবাসি আর তিনিও আমায় ভালবাসেন ?

মাত্রী। তুমি ত একবারও প্রতিবাদ করনি। বল আমার কথা ঠিক কিনা ?

বন্দনা। কি জানি ভাই। কেমন একরকম হয়ে গেছি কিছুই আর ভাল লাগছে না।

মাত্রী। তবেই বোঝ। সে প্রান্তেরও অই অবস্থা। নইলে আমাকে বিয়ে কত্তে ভাল লাগলো না ?

বন্দনা। যাক গে এ সব কথা। ক্ষিদে পেয়েছে। পেট ভর্ত্তি না থাকলে ভালবাসার কথাও ভাল লাগে না।

মাত্রী। ওমা, এরা কেমন প্রেমিক ? প্রেম হলে কিন্তু ক্ষিদে-তেষ্টা থাকে না এইত শাস্ত্র।

[সুরজিৎ ও পীতাম্বরের প্রবেশ]

সুর। এই যে মাত্রী যে। শুনেছ বোধ হয় বন্দনার বিয়ে ঠিক হয়েছে?

মাত্রী। হ্যাঁ, মেসো মশাই।

সুর। বন্দনা! যা খেয়ে নিগে। মাত্রী তুমি খেয়ে এসেছ ত? এলেও বন্দনার সঙ্গে একবারটী বস গে।

মাত্রী। এই মাত্র খেয়েই দৌড়ে এসেছি মেশোমশায় এখন বসতেও পারবো না। ক্ষমা কর বন্দনাদি। তুমি খেয়ে এস আমি এখানে ঠাকুদ্দার সঙ্গে ততক্ষণ গল্প করি।

পীতা। তাহলে বাবাজী, তুমিও একটু গড়িয়ে নাওগে। আপিস যখন কামাইই হলো একটু বিশ্রাম কর।

সুর। আপনি?

পীতা। আমার দিবা নিদ্রার অভ্যাস নেই। মাত্রীদির সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটু ঝিমিয়ে নেবোখন। তুমি যাও বাবাজী। (সুরজিতের প্রস্থান) তারপর দুই সখিতে কি আলোচনা হচ্ছিল যেন? কি শাস্ত্র?

মাত্রী। প্রায়শ্চিত্ত বিধি। অনধিকার চর্চ্চার কি প্রায়শ্চিত্ত তাই বলছিলাম। কি দরকার ছিল বৃদ্ধ তোমার বিক্রমপুরে চিঠি লিখবার? তাহলে ত এ বিভ্রাট ঘটতো না।

মাত্রী। হ্যাঁ, বিবাহ বিভ্রাট। এক কথায় বন্দনা আর একজনকে ভালবাসে।

পীতা। ইস্! তবে ত বিভ্রাটই। দেখ দেখি তোরা যদি সব কথা আগে আমায় জানিয়ে রাখতিস তবে ত এ গোল হতো না।

মাত্রী। সব কথা তোমায় জানিয়ে রাখবো কেন? তুমি কি আমাদের স্বামী?

পীতা। স্বামী নই বলেই ত সব কথা হয়ত আমায় জানাতে পারিস, স্বামী হলে অনেক বিবেচনা।

মাদ্রী। তুমি জান দেখছি, পুরুষদের ত একথা জানবার কথা নয়।

পীতা। এখনো আমায় পুরুষ মনে করিস নাকি?

মাদ্রী। তুমি পুরুষোত্তম। শোন, আমরা কি ঠিক করেছি, আমরা সবাই মিলে তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করবো।

পীতা। ঠিক করে ফেলেছিস?

মাদ্রী। হ্যাঁ।

পীতা। জানি রক্তে আছে বহু বিবাহ, এড়াবার কি যো আছে।

মাদ্রী। শুধু বহু বিবাহ নয়, তোমাকে improve কত্তে হবে, compound বহু বিবাহ।

পীতা। অস্যার্থ?

মাদ্রী। অর্থাৎ তোমার বাবা আর দ্রৌপদীকে combine কল্লে যা হয়।

পীতা। দাঁড়া, একবার হিসেব করে দেখি। আমার যদি দশটা বিয়ে হয় সতীন হবে চার দশং চল্লিশ। আমার একটু লোকসান পড়ে যায় না?

মাদ্রী। লোকসান পড়বে কেন? তোমার সতীনদের প্রত্যেকেরও ত আলাদা আলাদা আরও নটী। হিসেব করে দেখ।

পীতা। থাক ভাই ও কত্তে গৌরীশঙ্কর দের দরকার। আচ্ছা এরূপ স্তূপাকার বিবাহের কল্পনাও কত্তে পারিস তোরা?

মাদ্রী। বিচার কত্তে গেলে স্তূপাকার নিরাকার সবই বিচার কত্তে হয়, নয়ত নির্ব্বিচারে মেনে নিতে হয়। যাক গে বন্দনাদির বিয়ে ভাঙছ কি করে বল?

পীতা। ভাঙ্গতেই হবে? এই মাত্র গড়ে তুলে এক পেট খেলুম, কৃতজ্ঞতা বলেও ত একটা কথা আছে? অন্ততঃ খাওয়াটা হজম হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত সময় দে।

মাদ্রী। আচ্ছা সময় দিলুম। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বলতে পারবে ত?

পীতা। এক সময়ে ডাকাতের দলের সঙ্গে ছিলুম কিনা, মিথ্যে কওয়া শিখতে হয়েছিল।

মাদ্রী। তুমি ডাকাত ছিলে?

পীতা। তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? বাল্মীকিও ত রত্নাকর ছিলেন।

মাদ্রী। ওঃ স্বদেশী ডাকাত বুঝি?

পীতা। সে বুঝি আর ডাকাত নয়?

মাদ্রী। জেল টেল হয়েছিল?

পীতা। পলায়ন, জেল সে সব অনেক কিছু হয়ে গেছে। বেঁচে থাকি যদি একদিন শোনাব।

মাদ্রী। যাট্‌ মরণের কি হল?

পীতা। বাঘের মুখে ঠেলে দিচ্ছ আর বলছ মরণের কি হল? যতীন ভায়ার বিয়ে ভাঙ্গতে পাঠাচ্ছ, আবার মস্তে বারণ কচ্ছ। আমি যদি ওর বিয়ে ভাঙ্গি ও আমার মাথা ভাঙ্গবে নিশ্চয়।

মাদ্রী। লোকটা খুব মরিয়া বুঝি?

পীতা। খুনে।

মাদ্রী। আমায় ওঁর সঙ্গে জুটিয়ে দিতে পার?

পীতা। বন্দনাদি জুটলেত ফুট নোটে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসেবে তুমি জুটবেই।

মাদ্রী। তা নয়, আগে প্রস্তাবনায়।

পীতা। তোমায় জুটিয়ে দিতে হবে আমাকে?

মাদ্রী। কেন, আমায় কি তুমি খুব বেহায়া মনে কর?

পীতা। বেহায়া? আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, তোর মত মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি।

মাদ্রী। তোমার কাছেই আমার শিক্ষা। you are my lover. ঠাকুর্দ্দা! নিজেকে বেশ লুকিয়ে ফেলে তুমি যেমন মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছ আমিও এবার থেকে কেবল ছেলে দেখে বেড়াব। I shall be a regular flirt. তোমার যত্তেকে ত আগে দেখে নেব। flirt কাকে বলে জান ঠাকুর্দ্দা?

পীতা। জানি, anarchist.

মাদ্রী। মানে?

পীতা। হাতে একটা পিস্তল কি বোমা নিয়ে যাকে খুসী মারে। কেউ মল কেউ মল না, না হয় নিজেই মল।

মাদ্রী। বাঃ রে।

পীতা। শোন্, আর কোর্টসিপ্ হচ্ছে secret revolution—গোপন ষড়যন্ত্র। ফেঁসেও যেতে পারে, লেগেও যেতে পারে। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব তলায় তলায় সাহায্যও করে। দস্তুর মত plan মাফিক কাজ।

মাদ্রী। আর ভালবাসা?

পীতা। একেবারে nonviolent revolution—দস্তুরমত অহিংস বিপ্লব। বেঁধে নিয়ে জেলে দাও, যাচ্ছি, মেরে ফেলতে চাও মচ্ছি। শ্রীরাধার শুনিসনি?

মাদ্রী। তোমাকে যতই চিনছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। সত্যি বলছি

তোমার আর একটু বয়স কম হলে তোমায় বিয়ে না করে পাত্তুম্‌ই না। এখন কবে মরে যাবে তার পরত আর কাউকে ভালই লাগবে না।

পীতা। তোকে আগে পেলে কি আমিই আমার এত বয়স হতে দিতুম ?

[ঝড়ের মত প্রবেশ করে যতীন]

যতী। [সচেষ্ট সংযমে] এই যে ঠাকুর্দ্দা, সুরজিৎবাবু এখানে নেই ভালই হয়েছে। তিনি হয়ত একটা scene কত্তেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন এ বিয়ে আমি ভেঙে দিলাম। কারণ জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন, আমি পাত্র পক্ষ, আমাদের অধিকার আছে কথা দিয়েও কথা ফিরিয়ে নেবার।

মাদ্রী। পাত্রী পক্ষের সে অধিকার কি নেই আপনি মনে করেন ?

যতী। Oh! You of Madrid or Madras? অধিকার থাকতে পারে, প্রয়োজন বোধ হয়ত না থাকতে পারে।

মাদ্রী। প্রয়োজন বোধও আছে। আপনি না এলে, আমিই গিয়ে আপনাকে বলে আসতাম এ বিয়ে পাত্রীপক্ষ থেকেই ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে।

যতী। কারণ ?

মাদ্রী। কারণ জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন।

যতী। Oh! I am sorry, আচ্ছা নমস্কার।

পীতা। যতীন ভায়া শোন শোন—

[যতীন প্রস্থান করল]

কি করি মাদ্রী ?

মাদ্রী। কেন ? বিয়ে পাকাপাকি রকম ভেঙ্গে দিলুম।

পীতা। সুরজিতের কথা ভাবলিনে?

মাদ্রী। তাঁর ত মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথা? সে আমরা জোগাড় করবো, না হয় তুমি ত আছ?

পীতা। বিষয়টা আর ঠাট্টার রইলো না মাদ্রী দিদি।

[বন্দনার প্রবেশ]

বন্দনা। ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিলি নাকি মাদ্রী, চেঁচাচ্ছিলি কেন?

মাদ্রী। ষণ্ডেটাকে তাড়িয়ে দিলুম, বলতে এসেছিল বিয়ে করবে না, আমি বলে দিলুম আমরাও বিয়ে করবো না।

বন্দনা। হেরে গেলি ত? সে ত আগে বলে গেল! তুই ত আগে গিয়ে বলে আসতে পাল্লি নি?

মাদ্রী। এই ভীরু ঠাকুর্দ্দার ওপর ভার দিয়েই ত দেরী হয়ে গেল। দেখছি ভাল কাজ নিজের হাতেই কত্তে হয়। খুসী হয়েছ দিদি?

[বন্দনা নীরবে তাকে জড়িয়ে ধল্ল]

পীতা। খুসী ত হয়েছ বুঝলাম। বাবার কথা ভেবেছ কি?

বন্দনা। বাবার দুঃখ হবে, তার আর আমরা কি কত্তে পারি? তিনি নিজে এসেই ত ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন?

মাদ্রী। না হয় আমায় দুষবেন। তুমি থাম নিষ্কর্ম্মার ধাড়ি।

পীতা। ঠিক বলেছিস। কাজ না কল্লেই আমার ঠিক কাজ হয়। কাজ কত্তে গেলেই গুলিয়ে ফেলি, দেখলি ত?

বন্দনা। কেবল একটী কাজ কোরো ঠাকুর্দ্দা এই একাঙ্কিকাখানা ওঁকে ফেরত দিয়ে এস।

মাদ্রী। [কেড়ে নিয়ে] ওঁকে ফেরত্‌ দিতে হবে ওঁর হাত দিয়ে? তবেই হয়েছে, একখানার কি দশা হয়েছিল মনে নেই?

বন্দনা। ডাকে পাঠাবি ?

মাদ্রী। হ্যাঁ, ডাকে বৈকি ? আমাদের যেন পা নেই ?

বন্দনা। এর পর সেখানে যেতে পারবি তুই ?

মাদ্রী। আমি না পারি তুমি যাবে। বলি তুমি ত কিছু করনি গো। গড়ওনি ভাঙ্গওনি। তুমি বুক ফুলিয়ে যাবে।

পীতা। আর তোমারি যাওয়া উচিত। তিনি নিজে এসেছিলেন— তোমাকেও নিজে গিয়ে দিয়ে আসা উচিত।

বন্দনা। [হাতে করে] আমি ? পারব কি ?

মাদ্রী। পাত্তে হবে। এই জন্যেই ত ঠাকুর্দ্দাকে এত ভালবাসি। ঠাকুর্দ্দা, শ্রীরাধা কি করেছিলেন ?

পীতা। [সুরে] রাই কিসের বা তোর ডর ? সে অভয় চরণ স্মরণ করে বাহির হয়ে পড়।

বন্দনা। বাবা আসছেন।

[সুরজিতের প্রবেশ]

সুর। একটু বিশ্রাম কত্তে দিলেনা বুঝি এরা আপনাকে ?

পীতা। বিশ্রামইত কচ্ছি। ঘুমত হয়না আমার দুপুরে, এদের সঙ্গে গল্প গুজবে বেশ কাটলো। তোমার একটু বিশ্রাম হয়েছিল ত বাবা ?

সুর। চোখের পাতা একটু লেগেছিল কিন্তু একটা ভাবনা মাথায় থাকলে কি ঘুম হয় ? আগে ছিল সম্বন্ধের ভাবনা, এখন হয়েছে বিয়ের ভাবনা। আর ত মেয়ের বিয়ে দিইনি আগে, কেমন যেন nervous হয়ে পড়ছি। শুয়ে শুয়ে বন্দনার জন্ম থেকে কুড়ি বছরের ইতিহাস স্মরণ কত্তে চেষ্টা কচ্ছিলাম। এতদিন মনে হয়েছিল ওকে তাড়াতে পাল্লেই বাঁচি, আজ মনে হচ্ছে দুদিন পরেই ও পর হয়ে যাবে।

তোমরা দুজন ভেতরে গিয়ে বস, মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপার একটু জেনে শুনে নিই।

মাত্রী। বিয়ে এখানে হবেনা মেশো মশায়।

সুর। তা যায়গা এখানে একটু কম বটে, অন্য বাড়ী ভাড়া কত্তে গেলে কিন্তু বাজে খরচ হবে কতগুণো।

পীতা। যতীন ভায়া এসেছিল।

সুর। হ্যাঁ, সে ত কাকার সঙ্গেই বাবাজী এসেছিলেন।

পীতা। না একটু আগে আর একবার এসেছিল।

সুর। কখন? তা আমায় ডাকলেন না কেন?

পীতা। সেই ডাকতে বারণ কল্লে।

সুর। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হলো বুঝি মাত্রী? বাবাজীর উৎসাহে আর আপনার সাহায্যেই সম্বন্ধটা হলো। এ আমি জীবনে ভুলবো না।

পীতা। আরে ওরই উৎসাহেত আমাকে চিঠি লিখিয়ে ছাড়লে, নইলে কি আমি এর মধ্যে যেতাম? কিন্তু—

সুর। এখন আর কিন্তু কি? পরের গরজে না হয় একটা সৎকাজ করেই ফেলেছেন আর না হয় করবেন না।

পীতা। সে জন্যে নয় বাবাজি। যতীন ভায়া যে আবার এসে বলে গেল সে বিয়ে করবে না।

সুর। কেন আবার কি হলো?

মাত্রী। বল্লে,, কারণ জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন। পাত্র পক্ষের অমনি ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার আছে।

সুর। কেন, পাত্র পক্ষকে বুঝি আর ভদ্রলোক হতে নেই? কিন্তু আমায় ডেকে পাঠালিনে কেন?

মাদ্রী। আপনাকে আর ডাকবো কি, আমরাই বলে দিয়েছি, আমাদেরও এ বিয়ের মত নেই।

সুর। আমাকে না জানিয়েই বলে দিয়েছ এ বিয়েতে তোমাদের মত নেই? বিয়ে কি তোমরা দেবে, না আমি দেব?

মাদ্রী। যারা এমন অভদ্র, কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নেয়, সেখানে আপনি মেয়ের বিয়ে দিতেন?

সুর। ভদ্র কি অভদ্র, দিতাম না দিতাম সে বুঝবো আমি। তোমরা মাঝখান থেকে এই উপকারটা আমার না কল্লেই পারতে। শুধু শুধু আবার আমায় হাঁটাহাঁটি করাবে।

পীতা। যতীন ভায়া যে স্পষ্ট বলে গেল সে কিছুতেই এই বিয়ে করবে না, এর পর হাঁটাহাঁটি করে কি কোন ফল হবে?

সুর। বলে গেলেই হলো করবে না? কারণ দেখিয়ে যেতে হবে না? একবার ত কাকা এক গোলমাল ক'রে কিছু দিন বেগ দিলেন—ইনি আবার কি বলেন শোনা যাক্। টাকা নেবেন না যখন বলেছেন তখনি আমার ভয় হয়েছে এই বিয়েতে অনেক ফ্যাকড়া উঠবে। টাকা কড়ি নেওয়ার ব্যাপার থাকলে কথা পাকাপাকি হয়। বুঝতে পাচ্ছি এ আর কিছু নয় টাকা টাকা। বিক্রি করে বাঁধা ব'রে এ বিয়ে এখন দিতেই হবে। এ বিয়ে যদি এখন ভেঙ্গে যায় তবে কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে। এত দিন কেউ কেউবা দেখতে আসতো এর পর আর কেউ দেখতেও আসবে না।

পীতা। হুঁ। এদিকটা অবশ্য ভাবিনি বাবা। এত করে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে? না হয় বিয়ে নাই দিলে?

সুর। আপনি প্রবীণ হয়েও দেখছি ওদের দলেই। বিয়ে নাই দিলেন? চারটী কন্তের বিয়ে না দিয়ে এদের নিয়ে কি করবো?

পীতা। কি আর করবে। এরা কাজবাজ করে খাবে থাকবে।

স্থর। ছেলে কিনা, কাজ বাজ করে খাবে থাকবে।

মাদ্রী। ছেলেতে মেয়েতে তফাত কি মেসো মশাই ?

স্থর। নির্লজ্জের মত যেমন জানতে চাইছ তেমনি নির্লজ্জের মত উত্তর দিচ্ছি—ছেলেরা যা হয় না মেয়েরা যা হয়।

মাদ্রী। আপনি কি মেয়েকে বিশ্বাস করেন না ?

স্থর। আমার বিশ্বাসই যদি মেয়েকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারত তবে আর দুঃখ ছিল না।

মাদ্রী। আপনার মেয়ের মতের কি কোন মূল্য নাই ?

স্থর। এমনিই বিবাহে অনেক মূল্য দিতে হয় ঠিকুজীর মূল্য দিতে হয়, বিত্তার মূল্য দিতে হয়, আর্থিক অবস্থার মূল্য দিতে হয়। এর ওপর কন্তার মতের মূল্য দিতে গেলে বিবাহ শুধু দুর্মূল্য নয় অমূল্য হয়ে দাঁড়ায়।

পীতা। কন্তার এতখানি বয়েস হয়েছে, লেখা পড়া শিখিয়েছ, স্বাধীনতা দিয়েছ, তার পছন্দ অপছন্দের কথা ভাববে না ? মেয়েও কাউকে ভালবেসেও থাকতে পারে।

স্থর। পারবে না কেন ? ভালবাসাত ভাল, অনেক কিছুই কত্তে পারে কিন্তু বাপেদের ঘাড়ে সে দায়টা এলেই মুস্কিল কিনা। বিয়ের দায়টা যদি বাপ মায়ের ঘাড় থেকে ছেলে মেয়েরা নিত ত বেঁচে যেতাম।

মাদ্রী। আপনারাই ত তাতে বাধা দিচ্ছেন।

স্থর। বাধা দিচ্ছিনে, তবে বাধা সরাতে পাচ্ছি না। ছেলে মেয়েদের বলে দেব তোরা ভালবেসে বিয়ে কর, সঙ্গে সঙ্গে বলে দেব কিন্তু বামুণের ছেলে বামুণের মেয়ে হওয়া চাই, হিন্দুর ছেলে হিন্দুর মেয়ে হওয়া চাই ইত্যাদি অনেক কিছু চাই। জাত ভাঙবার শক্তি ত

আমাদের নেই, কাজেই নিরীহ ছেলেমেয়েদের ভালবাসা আমাদের ভেঙ্গে দিতে হয়, তাই ভালবাসাকে গালাগালি দিই নিন্দে করি।

বন্দনা। বাবা!

সুর। না, তোরা ভাবিস কিনা বাবারা কিছু বোঝেনা, তাই বলছিলাম।

বন্দনা। আমি ত তোমার সব কথায়ই রাজি বাবা।

সুর। তাকি আমি জানিনি রে? সেইখানেই ত তুই আমার আরো দুর্ব্বল করেছিস। তুই যদি আমার অবাধ্য হতিস তবে ত তোকে জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখতাম।

মাদ্রী। মেসোমশায়! আমায় মাপ করবেন। আমি আপনার বোকা মেয়ে। আপনার কাছে আর লুকোবো না, বন্দনা একজনকে ভালবেসেছে ও সে ছাড়া কাউকে বিয়ে কত্তে পারবে না।

সুর। অঃ এতদূর হয়ে গেছে? তা সে হিন্দু না মুসলমান?

মাদ্রী। ব্রাহ্মণ! খুব ভাল ছেলে।

পীতা। চমৎকার ছেলে বাবা।

সুর। আপনার কাছে সব ছেলেমেয়েই ত চমৎকার। কিন্তু তাঁর মূল্য কত? বন্দনার ভালবাসাকে ত আর বর পণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না?

মাদ্রী। সে ভার নিচ্ছি আমরা। আপনি বন্দনাদির বিয়ের জন্য একটুও চিন্তা করবেন না।

সুর। আর কি চিন্তা করবো? চিন্তা ক'রে ক'রবইবা কি? যাক্ যেটা ভয় কচ্ছিলাম সেই সমাজ সংস্কারটা আমার ঘর থেকেই সুরু হলো, তবে পুরাপুরি হলোনা। জাতের মধ্যে রয়ে গেল। দেখা যাক্ আরও তিনটে ত আছে।

ষষ্ঠ অঙ্ক

[হরবিলাসের প্রথম দৃশ্যের ঘর। হরবিলাস ও যতীন দুজনেই উত্তেজিত।]

হর। তুই পট্ করে এই কাণ্ড কেন কত্তে গেলি বল দেখি? ছিঃ ছি ছি দেখ্ দেখি, দুটো পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি কল্লি কত?

যতী। কাকা যে রকম রেগে কাল দেশে চলে গেলেন, বোধ হয় বাড়ী গিয়ে আমাদের পৃথক করেই বা দেন।

হর। পৃথক করেই বা দেন। তোকে হাতে পায়ে বেঁধে রাঁচি পাঠান উচিত। [নীরবতা] সুরজিত বাবু বেচারার কন্যাদায়—তাঁর কথাটাও ভেবে দেখলিনে? আচ্ছা যাবার আগে আমায় একবার বলেও ত দেখতে পাত্তিস?

যতী। তোমায় বল্লে তুমি আমায় যেতে ত বারন কত্তেই। তুমি বুঝি নিজে থেকে এ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বলতে? তোমায় আমি জানি না?

হর। বারণ কত্তুম না কত্তুম সকলের সব দিক আলোচনা ক'রে দেখা হত ত?

যতী। আমারই দোষ দিচ্ছ—কিন্তু ওরাও ত বল্লে আমি না গেলে ওরাই ভেঙ্গে দিত।

হর। সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কল্লিনে কেন? তা'হলে ত আর তোর দোষ হ'ত না, কাকাও তোর ওপর চটতেন না—আর সুরজিত বাবুরও আমাদের কিছু বলবার থাকতো না, আর—

যতী। আর—

হর। আর বন্দনার ইচ্ছাও স্পষ্ট বোঝা যেত।

যতী। তার ত ইচ্ছে ছিলই না।

হর। তুই কি করে জানলি ?

যতী। মাত্রী যে বল্লে। কি করে তাঁর ইচ্ছে থাকবে, সে যে তোমাকে ভালবাসে।

হর। তুই কি করে এতটা sure হলি আমি ত বুঝতে পাচ্ছি না। তাঁর সঙ্গে তোর কথা হয়েছে ?

যতী। না।

হর। তবে ? তিনি যদি কাউকে ধর, আমাকেই এত ভালবাসতেন যে আর কাউকে বিয়ে করতে পারতেনই না, তবে কি সে কথা বলতেন না ?

যতী। হ্যাঁ তা'হলে তোমার জানার পক্ষে সুবিধা হত যে তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন।

হর। Rascal মারবো মাথায় এক ঘুষি। আমার ওপর jealousy হচ্ছে, তিনি চুপ করে থাকলে তুইও বুঝি বুঝতে পাত্তিস না, তাঁর ভালবাসার কথা একটা myth ? সব জিনিষ কেমন সহজ হয়ে যেত।

যতী। তিনি যদি তোমাকে ভালবেসেও চুপ করে থাকতেন ?

হর। তোর বিয়ে হবার পর আমি তাঁকে নিয়ে elope কত্তাম, fool !

যতী। Really I am a fool. I do'nt know what to do. তুই ছাড়া আর কেউ হলে তাকে বোধ হয় আমি খুনই কত্তাম।

হর। যেমন তুমি পাগল, তুমি আমাকেও খুন করতে পার।

যতী। তাও আমি পারি। আমি জানি কিসে তুমি খুন হও—আমি যদি suicide করি।

হর। You dirty nurotic! ও সব কথা ফের মুখে আনবি ত চড়িয়ে তোকে ঠিক করে দেব। যাকগে, যা করেছ করেছ এখন নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো দিন খুব ঘুমোও দেখি, তার পর সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে দেখা যাবে কি চালে চলতে হবে।

যতী। ঘুম আমার আসছে না হরুদা। কি করবো বলত? মদ খাবো?

হর। এই রে, এ দেখছি regular নাটুকে প্রেমিক! Suicide! মদ, রামকেষ্ট মিশনের কথা মনে পড়েনি বুঝি?

যতী। আচ্ছা তুই এত cool আছিস কি করে, আমি ভাবতে পারি না। তোর ভালবাসাটাও কি myth?

হর। আমাদের সমাজের সব ভালবাসাই myth মায়া! তোর মত আত্মসর্ব্বস্ব লোকদের প্রেম করবার বিলাসিতা পোষায়। সামাজিক লোকের প্রেম earthed প্রেমের বিদ্যুৎ জমতে পায় না।

যতী। আমি আত্মসর্ব্বস্ব?

হর। তুই ত বলবি এটা তোর একটা sacrifice আমার মুখ চেয়ে। তবুও তোকে বলবো আত্মসর্ব্বস্ব। আমার জন্যে ত্যাগ তোর ত্যাগই নয় তুই ত নিজেই বল্লি তোর মরণে আমার মরণ।

যতী। আচ্ছা আমাদের এত বন্ধুত্ব বাড়াবাড়ি নয় ত?

হর। বাড়াবাড়ি ত হবেই। We have cultured it বন্ধুত্বকে আমরা লালন করে তুলেছি যে। তোর কি মনে হয় তোর জীবনের কোন কথা আমায় গোপন করেছিস, আমি করেছি বলে ত মনে হয় না।

যতী। আমিও মনে করতে পাচ্ছিনি হরবিলাস। এই জন্মেই বোধ করি তোর আমার কারুর বিয়েই success হবে না। our friendship stands in the way. যার সঙ্গে মাত্র দুদিনের পরিচয় সে তোর চেয়ে আমার আপনার হবে আমি ত ভাবতেই পারি না।

হর। দেখ দেখি এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা কইলি। আমার সঙ্গে আলোচনা না করলে তোর বুদ্ধি খোলে না বরাবর জানি, তবু একেলা যে কেন তুই নিজের বুদ্ধি খাটাতে গেলি! কি বলছিলি, বিয়ের success এর কথা? বিয়ে ত শুধু বন্ধুত্ব নয়, ওর অন্য সামাজিক প্রয়োজন আছে। বিয়ের সফলতা নিষ্ফলতা ভোগ করে সমাজ, সুতরাং বিয়ের ব্যাপারে সমাজের voice আছে। আজ হয়ত সমাজের বিধি ভুল, কাল সমাজই তা সংশোধন কর্ব্বে। কিন্তু সমাজকে অগ্রাহ্য কর্ব্বার উপায় নেই। তুমি তোমার নিজের ভালবাসার খেয়ালে সমাজকে যদি আঘাত কর তোমায়ও আঘাত ফিরে পেতে হবে।

যতী। ব্যক্তি নিয়েইত সমাজ, ব্যক্তির প্রতিবাদ না করলে সমাজ নিজের ভুল বুঝবে কি করে, শোধরাবে কিসে?

হর। প্রতিবাদ পাগলামী হলে ত চলবে না? প্রতিবাদ যুক্তি সঙ্গত বিজ্ঞান সম্মত হওয়া চাই ত? তোমার পাগলামীর পেছনে কি যুক্তি আছে, কি সত্য আছে বলতে পার?

যতী। ছেলেমেয়ের পরস্পর ভালবেসে বিয়ে কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

হর। নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত কিন্তু একমাত্র communist সমাজে, যেখানে ধর্ম্মের বালাই নাই, অন্নসমস্যার সহজ সমাধান হয়ে আছে, নারী সন্তানবতী হলেই যেখানে পূজ্যা, শুধু সেই সমাজে কেবল শুদ্ধ ভালবাসার ওপর নরনারীর মিলন অবাধে ছেড়ে দেওয়া যায়। অন্য কোন সমাজে তা পারা যায় না। ভালবাসা আমরা যাকে বলি

অন্ত সমাজে তাকে নানা দিক দিয়ে সংযত হতেই হয়। বন্দনা তোকে বিয়ে করতে অসম্মত ছিলেন না যদি আমি এ খবর পাই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাই বলিস ভালবাসাই বলিস শতগুণে বেড়ে যাবে এবং তাতে প্রমাণ হবে না যে, তিনি আমাকে একটুও কম ভালবাসেন।

যতী। আমায় ক্ষমা কর ভাই, তোকে আমি আঘাত দিয়ে ছিলাম।

হর। মুখ্যু, ক্ষমা চাইতে হবে না। কিন্তু কি করে ফেলেছিস বল দেখি। মেয়ের বিয়ের জন্যে ভদ্রলোক পাগল, হয়ত তাঁর মেয়ের বিয়েই হবে না। কেলেঙ্কারী শাখা প্রশাখা হয়ে কি রকম ছড়াবে কে জানে, কে বলতে পারে?

যতী। তুই তাকে বিয়ে কর না?

হর। কত্তুম, তুই যদি না পাগল হতিস্।

যতী। কেন? আমি কি তোর বৌকে নিয়ে পালাব নাকি মনে করিস্।

হর। [থেমে] পালাতে হবে না তুই অমনি নিয়ে যাবি।

যতী। নারে, আমি কথা দিচ্ছি, অমনি নেব না, নিইত নিয়ে পালাব।

হর। যাক্, তবু আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু তিনি যদি পালাতে রাজী না হন?

যতী। সে আমি রাজী করাব।

হর। আমাকে বিয়ে কত্তে রাজী করাতে পারবি ত?

যতী। মানে? তোকে সে ভালবাসে না?

হর। আবার ভালবাসার কথা আনছিস? এতক্ষণ কি কত্তুম

দিলুম তা হলে? ভালবাসলেই বিয়েতে রাজি হতে হবে এ সত্য তিনি হয়ত তোমার মত বোঝেন নি।

যতী। একটু স্পষ্ট করে বল্ দেখি কি বলতে চাস্।

হর। তুই যা কাণ্ড করে এসেছিস, স্মরজিৎবাবু আর এ পাড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের কথা মুখে আনবেন্?

যতী। Really I was a fool! আচ্ছা একবার আমি স্মরজিৎ বাবুর সঙ্গে কথাটা পেড়ে দেখব।

হর। পাড়া কেন? তুই কথা দিয়ে আসতে পারিস্।

যতী। কথা দিয়ে আসব?

হর। নিশ্চয়। তা হলে অন্ততঃ তিনি নিশ্চিন্ত হবেন যে এ বিয়ে হবে না।

যতী। সত্যি I was a cad.

হর। দোষ তোমার কোথায় হয়েছে জান? তুমি মিথ্যে কথা বলেছ, তাঁদেরও নিজেকেও। তুমি কি বলতে চাও, আসলে তুমি বন্দনাকে বিয়ে করতে চাও না?

[অসহায়ভাবে হরবিলাসের দিকে চাইল]

তবে আমি বন্দনাকে বিয়ে কল্লেও তুমি সম্পূর্ণ সুখী হতে না, তুমি নিজে বিয়ে করলেও সম্পূর্ণ সুখী হতে না। এ অবস্থায় তাঁর ওপর ছেড়ে থাকলেই তোমার ভাল হ'ত। যাই ঘটত তাতে সুখ দুঃখ হয়ত সমানই থাকত, কিন্তু নিজেকে এই Situation এর জন্য তোমার দায়ী মনে হতো না।

যতী। Exactly, Exactly আর তোকে না বলে আমি কিছু করবো না।

হর। করবিনে ত? আচ্ছা তবে যা দেখি, মেসে গিয়ে সুস্থ হয়ে

নেয়ে খেয়ে একটা লম্বা ঘুম দে দেখি। কাকা ত কাল চলে গিয়েছেন, গালাগালের ভয় নেই। যা। এ রকম পাগল পাগল হয়ে ঘুরলে মেসের লোকেরা তোকে সতীশ বলে ঠাট্টা করবে যে? তোদের মেসে শুনেছি আবার একটা ঝি আছে, তার নাম সাবিত্রী নয় ত?

যতি। না, ক্ষান্ত।

হর। তাতেই ক্ষান্ত হবে বলে নিশ্চিন্ত থাকিস্ নে।

[দুজনে হেসে সিগারেট ধরাল]

পীতা। মাণিক জোড় আছ নাকি হে? [বলতে বলতে ঢুকলো]

হর। এই যে ঠাকুর্দ্দা! কদ্দিন দেখিনি বলত?

পীতা। অঞ্জলির সঙ্গে সম্বন্ধ হল কি না তাই।

যতী। সে কি? তুমি বিয়ে কত্তে যাচ্ছ নাকি ঠাকুর্দ্দা?

হর। অঞ্জলি ত group, বাবার নাম রাখবার ত পাইকিরী সুবিধা হয়ে গেল তোমার?

পীতা। শুধু পাইকিরী নয় রকমারী। বিধবা সধবা কুমারী একুনে ডজন দুই।

যতী। ও, অঞ্জলি কাগজ! শুনছি তাঁরা ত পুরুষের লেখা নেবেন না?

পীতা। লেখা নেবেন না কথা নেবেন। আমি যা বলি তাতেই নাকি অঞ্জলি ভরে উঠে উপচে পড়বে। বন্দনা আর মাত্রী দিদি কাজ করতে সময় পাবেন না জানিয়েছেন কিনা। বন্দনা দিদি স্বয়ম্বরা হতে যাচ্ছেন, আর মাত্রী দিদি যতীন ভায়াকে এই পত্র দিয়েছেন।

যতী। আমাকে? কি পত্র?

পীতা। প্রেম পত্র নয় নিশ্চয়। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছি।

যতী। [খুলে পড়তে পড়তে] You of Jutland or Jategrad. Jutland তো বুঝলাম কিন্তু Jategradতো কি বুঝলাম না।

পীতা। আমিও বুঝিনি, শুনলাম উরাল্ পর্ব্বতের এ পাশে নাকি অনেক নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছে তার একটা ও নামের কি হবে না? না হলেও তোমার নাকি ভূগোলের জ্ঞান Madras আর Madrid পর্য্যন্ত; তুমি ও ধত্তে পারবে না।

হর। তুই কি মিস্ মাত্রীর মুখের ওপর Madras আর Madrid বলে এসেছিলি নাকি? যত্তে, you are hopeless.

যতী। তারই কৈফিয়ত দিতে আজ সন্ধ্যায় তাঁর মাসীমাকে দিয়ে চায়ের নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছেন। এখন কি করি?

যতী। কি বলিস হরুদা? কি করবো?

হর। যাবি, আবার কি করবি। চা খাস না খাস, apology ত চাইতেই হবে।

পীতা। চা তুমি খাও না খাও চা তোমায় দেওয়া হবেই, মানে, চা অর্থাৎ ক্ষমা চা।

যতী। তুমি থামো ত। তুই যাবি?

পীতা। একি সেই এক প্রাণ এক টিকিট্? তোমাকে একা নেমন্তন্ন কল্লে যদি দুজনকে নেমন্তন্ন করা হত, তবে বন্দনাদির বিয়ে ভেঙ্গে দেবার ত কোন আবশ্যক ছিল না, একজনের বিয়ে কল্লেই হত?

হর। বলুন ত ঠাকুর্দ্দা। এই পাগলকে নিয়ে আমার মুস্কিল দেখছেন ত?

যতী। আমি একা গিয়ে কি করতে কি করবো শেষে তুমিই গাল দেবে।

হর। কি আর করবি? যাবি, সহজ ভাবে কথা বলবি, চলে

আসবি কিছু commit করবিনে তা হলেই হল। কি হয় আমায় এসে বলিস কিন্তু।

যতী। না, বলব না! [বলে আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল]

হর। একেবারে পাগল।

পীতা। দস্তুর মত প্রেমিক! তোমার বুঝি প্রেম ট্রেম আসেনা ভায়া?

হর। আমার নাটকের অভিনয় দেখেছেন দু'একবার?

পীতা। দেখেছি একবার তরুণের অভিযান।

হর। কেমন লাগল?

পীতা। ব্যথা লাগল।

হর। মানে?

পীতা। বুড়ো হাড় কি না, তরুণের অভিযানের সঙ্গে পা ফেলে চলতে ব্যথা ত লাগবেই।

হর। আপনার ভাল লাগেনি তা হলে?

পীতা। তাত বলিনি ভায়া। ব্যথা লেগেছে বলেছি। তরুণকে নিয়ে ব্যঙ্গ করাই বাংলা সাহিত্যের রীতি কিনা। তাদের নবীনতার নিন্দায়ই ত সমাজ মুখর। কোথায় যে তার ব্যথা তোমার আগে কাউকে ত অমন ক'রে দেখাতে দেখিনি। তুমি দরদী, হালকা প্রেমিক হওয়া তোমাকে মানায় না।

হর। ঠাকুর্দ্দা!

পীতা। আমি একটু একটু সংবাদ পেয়েছি। [নীরবতা]

হর। আচ্ছা বন্দনা দেবীর মতের সঙ্গে এ বিয়েতে মত ছিল, আপনি জানেন?

পীতা। তাঁর মতের মূল্য ত তিনি দাবী করেন নি।

হর। করেন নি, না? এই জন্যই তাঁর প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা।

পীতা। শ্রদ্ধা, না? শ্রদ্ধার পাত্রীই বটে।

হর। বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় ওঁদের খুব অসুবিধে হয়েছে, না?

পীতা। অসুবিধে আর কি? আয়োজন ত কিছু করা হয়েছিল না? তবে মানসিক অশান্তি। বেচারা স্মরজিৎ তার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য করে বসে আছে চারিটী কন্যাকে শিক্ষিতা করে সৎপাত্রে দান করে যাবে। এ জন্যে যা আয় কচ্ছে তার সমস্ত ব্যয় কচ্ছে। মেয়ে শুধু সুশিক্ষিতা হলেই সৎপাত্র আপনি পাওয়া যাবে, এই ভুল ধারণার শাস্তি ত তাকে পেতেই হবে। এই প্রথম ঘায় যদি তার শিক্ষা হয়ে থাকে, তবে আর তিনটে মেয়ে হয়ত সময়ে পার পেয়ে যেতে পারে।

হর। মেয়েদের শিক্ষিতা করে তোলা কি তবে অন্যায় বলতে চান আপনি?

পীতা। মোটেই না। কুঁড়ে ঘরের চাইতে পাকা বাড়ী তোলা নিশ্চয়ই ভাল কিন্তু সর্ব্বস্ব ব্যয় করে পাকা বাড়ী তুলে খাব কি, এ ভাবনা যদি হয় তার চেয়ে কুঁড়ে ঘরে খাবার ব্যবস্থা আগে করা ভাল নয় কি? যাক্ ভায়া আমার দৌত্য ত শেষ। যাই একবার অঞ্জলি পাড়ার দিকে অনেকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন Booked হয়ে আছে, অন্ধ প্রকৃতির মত মধ্যাহ্নে এক বাড়ীতে উঠে পড়বো আর কি?

হর। আমার এখানে—

পীতা। আহা তোমার এখানেত Season টিকেটই করা আছে, কৃপাসিন্ধু সে খবর জানে। তুমি আর কোন খবর জানতে চাও?

হর। স্মরজিৎ বাবু অন্য কোন সম্বন্ধের চেষ্টা করছেন না?

পীতা। না, তিনিও অন্ধ প্রকৃতির হাতে case তুলে দিয়েছেন, কাজেই বিলম্বের জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন। তিনি অবশ্য ধরে নিয়েছেন এ বিলম্ব অনন্ত। কিন্তু ইতর লোকেরা মিষ্টান্নের লোভে আশা ছাড়েনি।

হর। এই ইতর লোক দুজন মাত্র আমি জানি—এক পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় আর এক মাত্রী মজুমদার। এঁরা দেখছি অন্ধ প্রকৃতিকে চার চোখ দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছেন। চিঠির টোপটার অভিপ্রায় ঠিক ধর্ত্তে পাচ্ছিনা। দূতের মুখের বক্তব্য কি কিছুই নাই?

পীতা। বিশ্বাস কর দাদা কিছুই নাই। তোমার যেমন যতীন, ষ্টীম বোটের পাছে ল্যাং বোট, মাত্রী দিদির আমি হয়েছি তাই। বলে, আমায় সে কোন কাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কর্ত্তে দেবে না, তা হলেই আমি নাকি গুলিয়ে ফেলবো। আমাকে কেবল তার হুকুমে চলতে হবে। পরিণীতা পত্নী ছাড়া এমন আধিপত্য কোনও মেয়ের কোনও পুরুষের ওপর যে থাকতে পারে কোন্ নরাধম আগে এ কথা বিশ্বাস কর্ত্ত। কত বিস্ময়ই যে সংসারে আছে! এই জন্যেই মাঝে মাঝে বুড়ো হয়েছি বলে দুঃখ হয়। শীগগিরই ত এ সব ফেলে চলে যেতে হবে? মানুষের দেখি দীর্ঘায়ু হওয়া প্রয়োজন হয়েছে। চোখওয়ালারা সেই দিক দিয়ে অন্ধ প্রকৃতিকে সাহায্য কর্ত্তে চেষ্টা করুক না।

হর। হুঁ। তুমি কোন কথা বলবে না!

পীতা। কার কথা? বন্দনা দিদির? তাঁর ত তোমাকে তোমার সেই একাঙ্কিকা ফিরিয়ে দিয়ে যাবার কথা? আসেন নি বুঝি?

হর। না।

পীতা। এই সব কাণ্ডের পর তিনি একটু সঙ্কুচিত বোধ

কচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম তিনি ত কোন অপরাধ করেন নি তাঁর সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আসবেন হয়ত সঙ্কোচ কাটিয়ে, বুক ফুলিয়েই তোমার কাছে আসবেন। আজ তবে উঠি দাদা। বেলা হয়ে গেল। মেয়েদের জানত? বড্ড ঘড়ির ঠিক, তোমাদের এখানকার মত বিকেল চারটেয় মধ্যাহ্ন নয়। [প্রস্থান]

হর। কৃপাসিন্ধু! কৃপাসিন্ধু!!

[কৃপার প্রবেশ]

হর। হ্যাঁরে কৃপা, আমি বেরিয়ে গেলে এর মধ্যে কোন মেয়ে এসেছিলেন? কোন দিন?

কৃপা। খালি একটী দিনের জন্যে বাবু। কিছুতেই ছাড়বেনা ক্ষান্ত। বললে কৃপাসিন্ধু ভাই কোথায় তুমি থাক চল আজ দেখে আসবো। আমি কি হবে, কি দরকার, বলতে যাব যাব কচ্ছিলাম, সে কিছুতেই ছাড়লে না।

হর। ক্ষান্ত নয়, আমি কোন ভদ্র মহিলা এসেছিলেন কিনা জানতে চাইছিলেম।

কৃপা। না বাবু, কোন মাঠাকরুণকে আসতে দেখিনি।

বন্দনা নেপথ্যে। হরবিলাস বাবু আছেন?

[কৃপার প্রস্থান]

[বন্দনার প্রবেশ]

হর। আসুন আসুন নমস্কার। বসুন।

বন্দনা। নমস্কার।

হর। এর মধ্যে কোন দিন এসে ফিরে গিয়েছেন নাকি?

বন্দনা। না।

হর। ঠাকুর্দা বল্লেন, বলেছিলেন আসবেন।

বন্দনা। হাঁ, বইখানা ফিরিয়ে দিতে।

হর। তাও শুনেছি। কিন্তু ফেরত দেবার কি দরকার আছে?

বন্দনা। অঞ্জলি যখন ছাপবে না ঠিক করেছে তখন শুধু শুধু রেখে দেবারই প্রয়োজন কি?

হর। দিন। [হাতে লয়ে] অঞ্জলিকে এখানা দিয়েছিলাম, তারা ফেরত দিলে। বন্দনা দেবীকে যদি এখানা নিবেদন করি তিনি গ্রহণ করবেন কি?

বন্দনা। দিন।

হর। [বইয়ে নাম লিখে] আবার ফেরত আসবে না ত?

বন্দনা। সেই সর্ত্ত করে দিতে চান নাকি?

হর। কোন সর্ত্ত নাই। কেবল জানতে চেয়েছিলাম। নিন্।

বন্দনা। অঞ্জলিই কি আগে জানতে পেরেছিল ফেরত দেবার কথা?

হর। না।

বন্দনা। তবে? অঞ্জলিরও যেমন group আছে, বন্দনারও তেমনি সমাজ আছে, বাপ মা আছে। কারও ভাগ্য ত নিজের হাতে নয়।

হর। উপমা কিছু দূর সত্য। কিন্তু মানুষের কি পৃথক সত্ত্বা নেই, পৃথক ইচ্ছা নেই?

বন্দনা। নিশ্চয়ই আছে। এই জন্তেই ত মানুষের ব্যথা। সমাজের ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তির ইচ্ছার সংঘাতেই ত মানুষের ব্যথার সৃষ্টি। অথচ অঞ্জলির সে বালাই নেই। আপনার লেখা বেরুল না বলে একখানা পাতাও তার কমতি হবে না।

হর। হুঁ।

বন্দনা। যতীন বাবু কৈ? তাঁর কথা ভেবে সত্যি আমি আসতে সঙ্কুচিত হচ্ছিলাম। তার ওপর আপনি যদি হাঁ হুঁ দিয়ে সারেন তবে আমি কি করবো বলুন ত? [নীরবতা]

হর। আমায় তুমি বিয়ে কর বন্দনা।

বন্দনা। যদি সম্ভব হ'ত, আমি নিজেই বাবাকে বলতাম।

হর। বলতে তুমি বন্দনা?

বন্দনা। সন্দেহ কর্চ্ছ?

হর। না, আমি করিনি। কিন্তু কেন সম্ভব নয় বন্দনা?

বন্দনা। তুমি পারবে না। যতীন বাবু মাঝখানে থেকে গুলিয়ে দিয়েছে সব। [নীরবতা] তিনি আমায় বিয়ে কল্লেও মাঝে মাঝে তোমায় দেখতে পেতুম।

হর। এখন? এখন কি আমাদের দেখা শোনা হবে না?

বন্দনা। কি করে সম্ভব? বাবা মুখে আমায় কিছু বলেন না, কিন্তু তাঁর যেন ইচ্ছা আমি আর বাইরে না বেরুই। কদিন হল তিনি মন খারাপ বলে কলকাতার বাইরে চলে গেছেন। আজ মনে কল্লাম আসি।

হর। তিনি যদি অন্য যায়গায় সম্বন্ধ করেন তুমি বিয়ে করতে রাজি হবে বন্দনা?

বন্দনা। না হয়ে উপায় কি?

হর। সে অন্যায় হবে না? মিথ্যাচার হবে না?

বন্দনা। হবে। কিন্তু এ মিথ্যাচার থেকে ত বাঙ্গালী মেয়ের নিষ্কৃতি নেই। বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের বাইরে বেরুতে, ছেলেদের সঙ্গে মিলতে মিশতে দিলে কোন মেয়ের মনে কোন ছেলের দাগ পড়বে না এটা আশা করা চলে কি? অথচ প্রত্যেক মেয়ে লেখা-

পড়া করেও মনে ও শিশু আছে ধরেই ত আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়? এ মিথ্যাচারকে আমরা স্বীকার কত্তে চাইনা বলেই কি সমাজে এ কম চলছে? আমার অদৃষ্টে এ মিথ্যাচার যদি লেখা থাকে কি কর্ব্ব? কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে ভালবাসা যদি ভুলতে পারি, তবে সে ভালবাসার ততটুকুই দাম মনে করবো। যদি না ভুলতে পারি বুঝবো ভালবাসাও বড়, ব্যথাও বড়। কিন্তু আমি তোমাকে এ সব কথা কেন বলছি? তুমি ত সবই জান?

হর। তবু তুমি বল। জানি সব, বুঝি সব, কিন্তু তবু দুর্ব্বল হয়ে পড়ি কেন? ইচ্ছা হয় তোমাকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাই।

বন্দনা। পালাতে পার?

হর। পারি না বলেই ত নিজেকে আরও দুর্ব্বল মনে হয়।

বন্দনা। ছিঃ! পার না বলেই তুমি দরদী, কিম্বা দরদী বলেই পার না। কারুর কথা না ভেবে নিজেরটাই শুধু যে চায়, সে কি মানুষ? মানুষ ত জন্তুর মত একা নয় যে নিজের আহার টুকু আর সঙ্গিনীর কথাটুকু ভাব্‌বে?

হর। আমায় এত বড় ভাবছ তুমি কি পরিচয়ে? কয় দিনের আলাপ তোমার সঙ্গে?

বন্দনা। তোমার লেখার ভেতর দিয়ে। তার প্রতি ছত্রে এমন দরদ যদি না পেতাম, আমার মনকে কি এমন করে জুড়ে বসতে পারতে তুমি?

হর। দরদী দরদী! আমার ওপরে আর কারুর দরদ থাকতে নেই?

বন্দনা। ছিঃ বন্ধু। নেই কে বল্লে? আমার আছে, যতীন

বাবুর আছে। কেন মনে নেই আমাদের বন্ধুত্বের কথা? We are all friends.

হর। যতীন বলেছিল এখন বুঝতে পাচ্ছি, পাণ্ডবরা কি করে এক দ্রৌপদী নিয়ে শান্তিতে থাকতে পেরেছিল।

বন্দনা। কি? দুই বন্ধুতে মিলে আমায় বিয়ে কত্তে চাও নাকি? Matriarchy? মনে থাকে যেন তখন আমিই হব স্বামিনী।

হর। আমাদের মত অপদার্থ দুটোর বেশী পুরুষের স্বামিনী হবার যোগ্য তুমি।

[পীতাম্বরের প্রবেশ]

বন্দনা। বেশত ঠাকুর্দ্দাকেও সঙ্গে নাও। ঠাকুর্দ্দা আমি বহু বিবাহ করবো স্থির করেছি। উনি, যতীনবাবু আর তুমি—তিন জনের আমি স্বামিনী হব।

পীতা। মোটে তিন জনের? আমি ভেবেছিলাম অন্ততঃ আমার বাবার কাছাকাছি যাবি। হতাশ কল্লি দিদি।

হর। এই চলে গেলেন আবার এলেন যে?

পীতা। এসে কিছু অসুবিধা কল্লাম কি?

বন্দনা। না ঠাকুর্দ্দা, বইখানা ফেরত দিতে এসেছিলাম।

পীতা। ফেরত দেওয়া হয়েছে?

বন্দনা। হয়েছিল, উনি আবার বন্দনা দেবীকে এখানা দান করেছেন।

পীতা। চেষ্টা করিস দিদি এ দান সার্থক করে তুলতে।

হর। আমিও তাই বলছিলেম ঠাকুর্দ্দা।

পীতা। বলবেই ত। শোন, নেমন্তন্নটা পাকা গ্রহণ করা হলো এই মর্ম্মে যতীন ভায়ার কাছ থেকে একটা চিরকুট চাইতে গিয়েছিলাম।

গিয়ে দেখি ভায়া বিছানায় উবু হয়ে কাঁদছেন। সন্ধ্যে বেলা চায়ে গেলে, তোমায় ত অন্ততঃ কাছাকাছি থাকতে হয়। আমিত এখন অঞ্জলি বক্ত জানই। আমি তোমায় অঞ্জলি অফিসে সন্ধ্যে বেলা নেমন্তন্ন কচ্ছি যেও।

হর। যাব, ঠাকুর্দ্দা।

পীতা। আচ্ছা তবে আসি।

বন্দনা। দাঁড়াও আমিও যাচ্ছি।

হর। আর একটু থাকবে না?

পীতা। থাক্, দিদি থাক্। [প্রস্থান]

বন্দনা। না আসি—

[দুজনে নির্ব্বাক্ বসিয়া রহিল। সুর বাজিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বন্দনা আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল। হরবিলাসের চক্ষের উপর অন্ধকার নামিয়া আসিল।]

সপ্তম অঙ্ক

[অঞ্জলি অফিসের কক্ষান্তর। মাদ্রী ও যতীন। মাদ্রী গাহিতেছে]

[পীতাম্বরের প্রবেশ]

মাদ্রী। ঠাকুর্দ্দা ! latest bulletin, Jutland fall !

পীতা। অর্থাৎ ?

মাদ্রী। অর্থাৎ ! সাইবিরিয়ার পথ ঘাট ভুলে যাও নি ত ? এক যায়গায় খান দুই কুঁড়ে তুলে Jategrad এর পত্তন করে আসতে হবে।

পীতা। ব্যাপার কি বল্ দেখি ? চায়ের সঙ্গে ধুতরা মিশিয়ে খেয়েছিস নাকি ? কি হে ভায়া ?

যতীন। আমি একটা commit করে ফেলেছি। হরবিলাস বার বার বলে দিলে কিছু commit করিস্ নি, তাই করে ফেল্লাম। ওর আবার গাল খেতে হবে।

মাদ্রী। গাল দিলেই হলো ? আমায় একটু খাটতে হবে আর কি ? হপ্তা খানেক মাছের বাজারে ঘুরে আসতে হবে। গাল দিতে এলে তাঁকে বলে দেবেন সাত দিন পরে যেন আসে।

পীতা। যতীন ভায়া কি অবশেষ তীর্থ ভ্রমণে বেরুনও সাব্যস্ত কল্লে নাকি—Madras এ আর Madrid এ ?

পীতা। হায় রে অন্ধ প্রকৃতি !

মাদ্রী। আজ্ঞে না এ অন্ধ প্রকৃতির কাজ নয়, এই চোখওয়ালা প্রকৃতির কাজ। জিজ্ঞেস করুন।

যতী। আপনি ত জানেন হরবিলাস বন্দনাকে ভালবাসে, বিয়ে হচ্ছে না আমার জন্যে। আমি বিয়ে না করে ফেল্লে—

পীতা। তাই মাত্রীকে বিয়ে করে স্বার্থ ত্যাগ করতে যাচ্ছ ?

মাত্রী। আজ্ঞে আমিও হরবিলাসকে ভালবাসি, বন্দনা জানে। একান্বিকা চুরিই তার একমাত্র প্রমাণ নয়, তাঁকে বলেইছিলাম সোজাসুজি আমায় বিয়ে করতে, জিজ্ঞেস করে দেখবেন। আমিও স্বার্থ ত্যাগ কম কচ্ছিনে।

যতী। উনিই আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন।

মাত্রী। আমি ওঁকে বল্লাম আসুন না একটা experimentই করা যাক্। আপনিও আর একজনকে ভালবাসেন, আমিও আর একজনকে ভালবাসি। দেখিই না বিয়ে করে। পরস্পরকে নিয়ে হয়ত দুঃখ পাব, কিন্তু বন্ধুদের সুখ দেখে ত সুখীও হতে পারব।

পীতা। তোরা সব কি রে ? আমি—আমি—

মাত্রী। ধেৎ। চোখ ছল ছল তোমাকে মানায় না।

যতী। হরবিলাস আমার ওপর রাগ করবে কি ঠাকুর্দ্দা ?

মাত্রী। শুনুন, সেই থেকে এই মন্ত্রই চলছে। কি সুখে ঘর করবো বুঝতেই ত পাচ্ছেন। এখনোত বন্দনার গান সুরু হয়নি।

পীতা। দেখ্ বৈষ্ণব শাস্ত্রে সখী ভাব, যুগল উপাসনা এ সব এত দিন কথার কথাই ভেবে এসেছি।

মাত্রী। তুমি আমাদের বিন্দে দূতী, যাও এবার রাধাকৃষ্ণের ব্যবস্থা করগে। না থাক্, তোমার গিয়ে কাজ নেই, তুমি একটী আস্ত ভণ্ডুলে। তুমি যাবে ?

যতী। আমি ? কোথায় ? [হতাশভাবে]

মাত্রী। বুঝেছি! আমায়ই তাহলে—

[হরবিলাসের প্রবেশ]

হর। আপনাকে তাহলে কি মিস্ মজুমদার ?

মাত্রী। অনিচ্ছায় বিয়ে কত্তে হলো।

হর। কাকে?

মাত্রী। যতীনবাবুকে। আপনি ত রাজি হলেন না।

হর। যতে!

যতী। এই বারটার মত মাপ কর ভাই। আর কখনো তোকে না বলে কিচ্ছু commit করবো না।

মাত্রী। আমি জামিন রইলুম।

হর। ঠাকুর্দা! এরা কি?

পীতা। আমিও তাই ভাবছিলাম এরা কি?

মাত্রী। Why? We are friends!

হর। বন্দনাও সেদিন বলেছিল we are friends.

যতী। বন্দনাকে বিয়ে করতে এবার যদি তুমি ক্যাঁকড়া তোল তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব।

হর। কিরে যতে, গায়ে জোর হয়েছে দেখছিঁ।

মাত্রী। হবে না? শক্তি পাশে আছে যে! কি বল ঠাকুর্দা?

পীতা। ঠাকুর্দা ভাবছে সবারই সব হলো, ঠাকুর্দার এখন কি হবে?

মাত্রী। তোমার? গঙ্গা যাত্রা! চার জনে চার কাঁধ দিয়ে ডেডেং ডেং কত্তে কত্তে নিয়ে যাব।

[বন্দনার প্রবেশ]

বন্দনা। একি? সবাই এখানে? আশ্চর্য্য ত!

মাত্রী। বন্দনাদি গো [গলা জড়িয়ে]

বন্দনা। কিরে? কাঁদছিস নাকি? এরি মধ্যে খবর পেয়েছিস নাকি?

মাত্রী। খবর পাব কি? তোমায় দিচ্ছি। আমি আর যতীন বাবু—[নীরবতা]

বন্দনা। হ্যাঁ, তুই আর যতীন বাবু কি মারামারি কচ্ছিলি নাকি?

পীতা। না, আমার গঙ্গা যাত্রার পরামর্শ কচ্ছিল। খাটিয়ার সামনের দিকে তুমি আর হরবিলাস ভায়া, আর পেছন দিকে মাত্রী আর যতীন ভায়া।

যতী। আপনার কাছে মার্জ্জনা চাওয়ার আমার সুযোগই হয় নাই, আর সুযোগ পেলে কি ভাবে মার্জ্জনা চাইব বুঝতে পারিনি—

মাত্রী। তাই মার্জ্জনা চাওয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় উনি স্থির করেছেন আমাকে বিয়ে করা। এতে উনি মার্জ্জনা পাবেন ত?

বন্দনা। অ! [হরবিলাসের দিকে চাইল]

মাত্রী। আর হরবিলাস বাবুর কাছে আমার কৈফিয়ত চাইবার আছে। আমি নিজ মুখে ওঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব কল্লুম উনি আমায় প্রত্যাখ্যান কল্লেন। এর জন্য কখনো আমি ওঁকে ক্ষমা করবো না, যদি না তোমায় বিয়ে করেন।

বন্দনা। ওঁর হয়ে আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইছি। ওঁকে তুই ক্ষমা কর। আমাকে বিয়ে করা ওঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

হর। মানে?

বন্দনা। মানে, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বাবা telegramএ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, আজ রাতের ট্রেনেই আমরা সব পাবনা রওনা হচ্ছি।

মাত্রী। এ হবে না, হবে না। ঠাকুর্দ্দা, হরবিলাস বাবু এ আপনারা হতে দেবেন না।

বন্দনা। জ্ঞান কি তোর কোন কালে হবে না মাদ্রী? যাঁর মেয়ে তিনি দিলে এঁরা কি করবেন?

মাদ্রী। মেসো মশায় এত নিষ্ঠুর হ'তে পারলেন?

বন্দনা। বাবাকে নিষ্ঠুর বলিসনি রে, বলিসনি। তাঁর আমরা চার মেয়ে। সঞ্চিত অর্থ কিছু নেই। ভবিষ্যতের আশা পুত্র সন্তান, তাও একটী নেই। আমিই তাঁর সম্বল। তবুও, আমার মত না থাকলে তিনি আমায় যেতে বারণ করেছেন। আমি টেলিগ্রাম করেছি যাব। যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে।

পীতা। সম্বন্ধটা কি শুনেছ?

বন্দনা। সম্বন্ধ ভাল। পাবনার মস্ত ধনী জমিদার। প্রথম বিবাহে সন্তান হয়নি বলে সেই ঘরে আমার স্থান হবে।

মাদ্রী। তুই কি serious, না ঠাট্টা কচ্ছিস বুঝতে পাচ্ছিনে।

বন্দনা। ঠাট্টা নয়রে ঠাট্টা নয়; ট্রেণের ত বেশী সময় নেই। যার জন্যে এসেছি, হ্যাঁ হরবিলাস বাবু আপনার একাঙ্কিকা এত চট্ করে ফেরত দিতে হবে মনে করিনি। নিন্। (দিল) দুঃখিত হয়োনা বন্ধু, তোমার নিজের হাতের লেখা আমার নাম ওতে আছে আর একাঙ্কিকার প্রত্যেকটী কথা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। যতীন বাবু—

যতী। I am to blame! I am to blame. আমি মাঝখানে না থাকলে—

হর। সত্য যে মানুষকে এত দুঃখ দেবে, এ ত ভাবিনি। আমি কেন বলতে গিয়েছিলেম আমার ভালবাসার কথা তোর কাছে—

মাদ্রী। আমারই দোষ! বন্দনার কথাই বা কেন আমি আপনাকে বলতে গেলাম।

বন্দনা। সবার মূলে ওই একাক্ষিকা। ওর উপলক্ষ্যেই সব, তোমার নাটক পড়া, তোমায় দেখা। তোমায় দেখার পর আমি ত যতীনবাবুকে সুখী করতে পাত্তুম না। মাত্রীকে নিয়ে আপনি সুখী হবেন, বলে যাচ্ছি যতীন বাবু।

যতী। আমি—আমি—

মাত্রী। আমি যতীন বাবুকে বিয়ে করব না বলে দিচ্ছি। তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যে—আর তুমি, তুমিও কম নিষ্ঠুর নও। আমার কথা ভাবলে না, হরবিলাস বাবুর কথা ভাবলে না—কোথাকার কে তাকে কি তুমি সুখী করতে পার্ব্বে ?

বন্দনা। তিনি ত সুখী হতে আমায় দিচ্ছেন না। তাঁর পুত্র প্রয়োজন। [ঠাকুর্দাকে প্রণাম] আমায় আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুর্দা সে প্রয়োজন যেন আমার দ্বারা সিদ্ধ হয়।

মাত্রী। কখনো না ঠাকুর্দা। তুমি ওকে অভিসম্পাত কর ওরও যেন ছেলে পুলে না হয়, আবার যেন তোমার আর একটা সতীনের দরকার হয়। আর তখন যদি তুমি আমায় না দাও ত আমার মাথা খাও, মাথা খাও। [কাঁদিল]

বন্দনা। ছিঃ মাত্রী ? এত excited হচ্ছিস্ কেন ?

মাত্রী। Excited ! Get out, get out you cowards. পুরুষ, পুরুষ ! এমন একটা মেয়ে বলি হতে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে দু'বন্ধুতে দেখছেন ! লজ্জা করে না ?

বন্দনা। মাত্রী ! মাত্রী ! ঠাকুর্দা ওকে না সামলালে ত আর আমি যেতে পারবো না। ট্রেণ ফেল হবে যে ! [কাছে নিল] চোখে জল কেন তোমাদের বন্ধু ? তোমাদের কারও এক জনের হওয়ার ত আমার উপায় ছিল না ? তোমরা দু'জনেই আমার কাছে

সমান। যতীন বাবু! আপনি ওঁর চেয়ে একটুও আমার কম প্রিয় নন। মনে আছে সে দিনের কথা? Are we not all friends?

বন্দনা। আসুন, আজ আবার হাত দিন। [দিল] বলুন We are always friends.

যতী। We are always friends.

হর। Yes! We are always friends. তোমায় পাওয়া সহজ হলে আমার জীবন সার্থক হতো বন্দনা, কিন্তু পাবো না আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সে জন্যে আমার চোখে জল দেখছ না বন্ধু। ভাবছিলেম, তোমরা মেয়েরা যখন বড় হতে ইচ্ছে কর, কত বড় হতে পার। মাত্রী দেবীর কাছে মাপ চাওয়ার প্রহসন আর কত্তে চাই না। তুমি চলে যাবে বন্দনা, সেই একই ব্যথায় উনিও আমাদের যদি বন্ধু ভাবেন—

মাত্রী। বন্ধু? আমি তোমাদের শত্রু! চিরদিনের শত্রু! বিনিয়ে বিনিয়ে মেয়েদের স্তুতি করতেই খালি শিখেছ। ঠাকুর্দা, এদের এখান থেকে যেতে বল, নইলে আমি কি করে বসবো ঠিক নেই!

বন্দনা। চলুন, আপনারা দুজন আমায় বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবেন। মাত্রী তুমি যেমন scene কচ্ছ, তোমায় আমার সঙ্গে আর গিয়ে কাজ নেই।

মাত্রী। আমার যেতে ব'য়ে গেছে। তুমি যাও, তুমি যাও; আমি তোমায় চাই না।

বন্দনা। [ম্লান হেসে] আচ্ছা! ঠাকুর্দা আসি তবে।

মাত্রী। চলে গেল?

ঠাকুর্দা। চ'লেই গেল।